2002

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ☐ ১৫তম সংখ্যা

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ইসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

কুরবাণীর শিক্ষা

আসছে ঈদুল আয্হা উপলক্ষ্যে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বাংলাদেশের আপামর জনগণকে বিশেষ করে আহমদী ভাই-বোনকে জানাই পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

এ ঈদ আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক-অদ্বিতীয় পুত্রকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয় তখন এক প্রকার বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কুরবানীর মাধ্যমেই জাতি জীবিত হয় ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী করার দৃঢ় মনোভাব গ্রহণের ফলে হাজার হাজার বছর পরে আজও তিনি জীবিত, মরেও তিনি হয়েছেন অমর এবং সারা বিশ্বের মুসলমান তাঁর ওপরে দুরূদ পাঠ করে থাকেন।

এক জনমানবহীন এলাকায় যেখানে পানি ও খাবারের অভাব ছিলো সেখানে তাঁর (আঃ) আদরের একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি ছেড়ে আসেন। ফলে ধীরে ধীরে ঐশী প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে মক্কা নগরী গড়ে ওঠে এবং বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। তাই কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

আমরাও যদি সেই আবেগ ও প্রেরণা নিয়ে আমাদের সব কিছু আল্লাহ্‌র ধর্ম ইসলাম ও আহমদীয়তের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলে আমরাও যে স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারবো তা বলাই বাহুল্য।

আজকের এ কুরবানীর দিনে জামাতের বন্ধুদেরকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে জোরদার ও সমুন্নত করার জন্যে যেকোন কুরবানী করার জন্যে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা যদি কুরবানীর আসল শিক্ষায় উজ্জীবিত হই তবেই আমরা একটা সুশীল সমাজ গড়তে সফল হবো। আর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন ও আমাদের তাঁকে মান্য করা সার্থক হবে। আল্লাহ্ করুন তা-ই যেন হয়।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ১৫তম সংখ্যা

৩ ফাল্গুন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ২ যিলহজ্জ ১৪২২ হিঃ কাঃ
১৫ তবলীগ ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

"খোদাকে ফযল আওর রহম কে সাথ"

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ১৯১৪ সনে যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হন তখন তাঁর সামনে সমস্যার পাহাড় ছিলো আর চারিদিক থেকে নানা প্রকার বিরোধিতার মোকাবেলা তাঁকে করতে হয়েছে। প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক তা জানেন। তাঁর সফলতার কোন সম্ভবনাই দৃষ্টিপটে আসছিলো না। কিন্তু খোদাতআলা তাঁর (রাঃ) সাথে ছিলেন। তাঁর মাথায় খোদার ছায়া ছিলো। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁকে সফলকাম করে গেছেন। তাঁর সবচে' বড় অস্ত্র ছিলো খোদাতাআলার সাথে তাঁর সম্পর্ক। এখানে হুযূর (রাঃ) একটি স্বপ্নের উল্লেখ করা যেতে পারে। হুযূর (রাঃ) বলেন,

"আমি দেখি কোন একটি বিরাট ও তাৎপর্যবহ কাজ আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করা হয়েছে। আর আমার এমন মনে হচ্ছিলো যে, আমার পথে সমস্যার পাহাড় রয়েছে। আমি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে চাইলাম তো এক ফিরিশ্‌তা আমার কাছে আসলেন আর বল্লেন, তোমার কি জানা আছে, এ কাজের সফলতার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে? এ পথ বড় ভয়াবহ! এতে খুব দুঃখ-কষ্ট ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্যাদি রয়েছে! এমন না হয় যে, এতে তুমি প্রভাবিত হও আর গন্তব্যে পৌছতে না পারো। আরও বলেন, আমি তোমাকে এমন পদ্ধতি বলছি যাতে তুমি নিরাপদে থাকো। আমি বল্লাম, বলুন। এর পরে তিনি বল্লেন, অনেক ভীতিপূর্ণ বিভৎস দৃশ্যাবলী দেখবে কিন্তু তুমি এদিক-সেদিক তাকাবে না। এমন কি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। **খোদাকে ফযল আওর রহম কে সাথ' "খোদাকে ফযল আওর রহমকে সাথ"** (খোদার আশিস ও অনুগ্রহের সাথে) বলতে বলতে সোজা চলে যাবে। একথা বলার উদ্দেশ্য এই, যেন তুমি ওগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দাও। যদি তুমি ওগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও তাহলে নিজের প্রত্যাশা লাভে ব্যর্থ হবে। এজন্যে নিজের কাজে লেগে থাকো। সুতরাং যখন আমি চলতে আরম্ভ করলাম তখন আমি দেখলাম ঘোর অন্ধকার ও গহীন জঙ্গল। আর ভয়-ভীতির অনেক উপাদান জমাকৃত ছিলো। জঙ্গল ছিলো খুবই নীরব-নিস্তব্ধ। যখন আমি একটি বিশেষ স্থানে পৌছলাম তা খুবই ভয়ানক দেখতে পেলাম। তখন কতক লোক আসলো আর আমাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করলো। তখনই আমার মনে হলো, ফিরিশ্‌তা তো আমাকে বলেছিলেন, **খোদাকে ফযল আওর রহমকে সাথ** বলে চলে যাবে। এরপর আমি কিছুটা উচ্চস্বরে এ কথাটি বলা আরম্ভ করলাম আর লোকগুলো সড়ে পড়তে লাগলো। এর পরে আগের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর রাস্তা সামনে দেখা গেলো এবং আগের চেয়েও বিভৎস দৃশ্যাবলী দৃষ্টিতে আসতে লাগলো এমনকি যে, কতকগুলো মাথা কাটা লোক যাদের দেহ ছিলো না। বাতাসে ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সামনে আসে আর বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে ও বিকট চিৎকার করে। আমার রাগ হলো। কিন্তু তখন তখনই ফিরিশ্‌তার উপদেশ আমার স্মরণ হলো। আর আমি আগের চেয়েও উঁচু শব্দে **খোদাকে ফযল আওর রহমকে সাথ** বলতে থাকি। আবার ঐ দৃশ্য পাল্টে যায় এমন কি সব বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায় এবং আমি গন্তব্য স্থলে নিরাপদ পৌছে যাই" (*আল্ ফযল, ৭ এপ্রিল, ১৯৩৫*)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)-এর ৫২ বছরের খেলাফতকালীন সময়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সামনে উত্তাল তরঙ্গ সম বিপদাবলী ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার আশিস ও কৃপায় তিনি সবগুলোকে পদদলিত করে বীর পুরুষের মত সম্মুখে ধাবমান থেকেছেন। উপরোক্ত স্বপ্নে ফিরিশ্‌তার শিক্ষানুযায়ী খোদার সাহায্যে তিনি বিরাট সফলতা কুড়িয়েছেন। তিনি মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হিসেবে আমাদের সামনে যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন আমাদেরও তাথেকে শিক্ষা নেয়া আবশ্যক।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ গীবত	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ ঈমান আনয়নের বিভিন্ন কারণ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'মু'মিন' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
❑ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ-আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৯-১০
❑ মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণী	ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১-১২
❑ "বিজয় ও সফলতার চাবি তোমাকে দেয়া হবে"	ঃ সংকলন ও অনুবাদ-জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-১৪
❑ ৭৮তম সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	১৫-১৬
❑ ছোটদের পাতা ঃ ফুলদানী (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭
❑ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮
❑ একটি সাক্ষাৎকার	ঃ জনাব এন, এ, শামীম আহমদ	১৯-২২
❑ হে ওয়াকফে নও!	ঃ জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	২৩-২৪
❑ নতুনদের পাতা		
● প্রতিশ্রুত আগমনকারী মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর বায়ান্নটি নিদর্শন	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - জনাব কওসার আলী মোল্লা	২৫
● হযরত ইব্রাহীম (আঃ)	ঃ সংকলন - মৌঃ হেলাল উদ্দিন আহমদ	২৫-২৮
● মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস ২০শে ফেব্রুয়ারী	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯-৩০
❑ আহমদীয়তের ধর্ম বিশ্বাস	ঃ	৩১
❑ সংবাদ	ঃ	৩২

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ৭৮তম সালানা জলসা-২০০২

"খাতামুল আম্বিয়া" যিন্দাবাদ এর তত্ত্বপূর্ণ ধ্বনি

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)

"একজন আহমদী যখন খাতামাল আম্বিয়া যিন্দাবাদ (দীর্ঘজীবী) বা খাতামূল মুরসালীন যিন্দাবাদ ধ্বনি দেয় তখন ঐ আহমদীর এ ধ্বনি তত্ত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন এবং যিনি সব কল্যাণের প্রস্রবণ ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহ মুষলধারে বৃষ্টির মত আমাদের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। আর তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহ আপনাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করছেন। আমাদের জন্যে তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত রসূল, একজন জীবিত পথ-পদর্শক একজন জীবিত শিক্ষক এবং একজন জীবন্ত অনুগ্রহকারীর আকারে বিকাশমান। এজন্যে খাতামাল আম্বিয়া যিন্দাবাদের ধ্বনি আমাদের মন-প্রাণের গভীর থেকে বের হয়। কিন্তু এর তুলনায় অন্যান্য লোক খাতামাল আম্বিয়ার যে ধ্বনি দেয় তা হ'ল গুপ্ত ধ্বনি। তারা অতীত কালে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণসমূহের এক ঝলক দেখেছিলো। তারা এ ঝলকে অবশ্যই প্রেমাহত হয়েছে আর আমরাও আনন্দিত যে, আমাদের প্রেমাষ্পদ প্রভু সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি ঝলক দেখে তারা খাতামাল আম্বিয়া যিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। কিন্তু ইহা তাদের গুপ্ত অপ্রকাশ্য ধ্বনি। কেননা, তাদের কোন ধারণাই নেই যে, তারা কেন খামাল আম্বিয়া ধ্বনি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের মোকবেলায় আমাদের খাতামাল আম্বিয়া যিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়া আসলে তত্ত্বপূর্ণ রং ধারণ করে। কেননা, আমরা জানি যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য কী? আমরা জানি, তাঁর মকাম ও মর্যাদা কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর মকাম রব্বুল আলামীনের আরশে এক-অদ্বিতীয় খোদার ডানে। অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ নিকটবর্তী মকামে অধিষ্ঠিত। আর তাঁর (সঃ) কল্যাণরাশি সদা প্রবহমান আছে। আমরা এ তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে মন ও প্রাণের গভীর থেকে এ ধ্বনি দিচ্ছি- খাতামাল আম্বিয়া যিন্দাবাদ।

অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মকাম ও মর্যাদার মাহাত্ম্য এই। এ মাহাত্ম্যের কথা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে বলতে হবে। কখনও কখনও আমাদের নব-প্রজন্ম অন্যান্যদের মুখ থেকে এ ধ্বনি শুনে বিচলিত হয়ে যায় যে, জানি না ইহা কোন্ কথা? ইহা আমাদের শত্রুদের ধ্বনি না ইহা তো আমাদের ঐ সঙ্গীদের ধ্বনি যারা এখন পর্যন্ত গোপনীয়ভাবে জীবন যাপন করছেন। অতএব সামান্য ঝলকই দেখেছে। খোদা করুন যে, এ রহমত তাদের ওপরেও বর্ষিত হয় আর তারাও তাদের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করে যে, খাতামুল আম্বিয়ার অর্থ কী? তাঁর (সঃ) মাহাত্ম্য ও মর্যাদা কী? তাঁর (সঃ) মকাম ও মর্যাদা কত উচ্চে? তাঁর (সঃ) মর্যাদা কত উর্ধ্বে? তাঁর (সঃ) কল্যাণরাশি কী? তাঁর (সঃ) সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের কী কী চমৎকারিত্ব রয়েছে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৭০)।

[ইন্টারন্যাশনাল আল ফযলের ২৫-৩১ আগষ্ট-২০০০ সংখ্যার সৌজন্যে-নির্বাহী সম্পাদক]

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কোন এরূপ দল থাকে, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে যারা তার ওপর ঈমান এনেছে এবং (যদি) কোন এমন দলও থাকে যারা ঈমান আনে নি, তা হলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তার জাতির মধ্যে প্রধানরা যারা অহংকার করেছিল বলল, 'হে শোআয়ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং তাদেরকে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে, আমাদের শহর থেকে বের করে দিব, নয়তোবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' সে বললো, 'যদি আমরা অপসন্দ করি, তবুও কি?' ১০১৩

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۭ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۭ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۭ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۭ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার পরও যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই তা হলে অবশ্যই আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপকারী হবো। আর আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র ওরূপ চাওয়া ব্যতীত তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক সব কিছুকে জ্ঞান দ্বারা ঘিরে আছেন। আল্লাহ্র ওপরই আমরা নির্ভর করি। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। এবং তার জাতির মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের প্রধানরা বলল, 'যদি তোমরা শোআয়বকে অনুসরণ কর তা হলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। অতঃপর এক প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদেরকে ধৃত করলো, ফলে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো;

১০১৩। এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, যুগ যুগ ধরে সমাজের ভাল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, বিবেক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ অনুচিত বলে বিশ্বাস করেছেন।

হাদীস শরীফ

গীবত

কুরআন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٩﴾

"সে যে কথাই বলুক না কেন, তার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্ত্র প্রহরী (ফিরিশ্তা) নিয়োজিত রয়েছে" (সূরাতু ক্বাফ ঃ ১৯)।

হাদীস ঃ

"আন আবি হুরায়রাতা আনিন নাবীয়্যে (সঃ) কালা ইন্নাল আবদা লাইয়াতাকাল্লামু বিল কালেমাতে মিন রিযওয়ানিল্লাহেতাআলা মা ইউলকিলাহা বালান ইয়ারফাউহুল্লাহু বেহা দারাযাতিন ওয়া ইন্নাল আবদা লা ইয়াতাকাল্লামু বিল কালেমাতে মিন সাখাতিল্লাহেতাআলা লা ইউলকিলাহা বালান ইয়াহবী বেহা ফী জাহান্নামা"।

অর্থাৎ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, বান্দা যখন আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণামের পরওয়া করে না তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা যখন আল্লাহ্তাআলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না তখন একথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

মানব সভ্যতা পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে এবং মানবীয় গুণাবলীর বিকাশপ্রাপ্ত হবার পর আল্লাহ্তাআলা হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে সর্বোত্তম শিক্ষাসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করেন যা কুরআন, ইসলাম ও মহানবীরূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। ইসলাম মানব সভ্যতাকে সুশীল সমাজে পরিণত করতে সকল শিক্ষা প্রদান করেছে এবং সম্ভাব্য সকল বিপদাবলী হ'তে সতর্ক করেছে। একটি সমাজ ধ্বংস হ'তে পারে যদি সেখানে গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা হয়। কুরআন একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছে। কুরআন জানাচ্ছে আমরা যা কিছু করি বা বলি খোদা তা সংরক্ষণ করেন। আর কিয়ামত দিবসে এসব কিছু সাক্ষীরূপে দাঁড়াবে।

হাদীস হ'তে জানা যায় যে, মানুষ খোদাতাআলার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলে, এর মোকাবেলায় সে কারো পরওয়া করে না যে, কে কি বললো যেমন নবীগণ এসে আল্লাহ্র কথা বলেন আর দুনিয়া তাদের বিরোধিতায় কত কথাই না বলে।

অনুরূপভাবে কিছু লোক থাকে যারা খোদার পরওয়া করে না মুখে যা আসে বলতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি খোদার ক্রোধের শিকার হয়ে থাকে।

পর নিন্দা ও পরচর্চা এমন ব্যাধি যে, এক পর্যায়ে এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি লজ্জা শরম ত্যাগ ক'রে বসে। সমাজের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাই আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। আমরা অনেকেই জেনে-শুনে এমন কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি। আর খোদার কথা ভুলে বসি। যার পরিণাম জাহান্নাম। সুতরাং খোদাকে সামী (সর্বশ্রোতা) ও বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) জেনে আমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হবার শক্তি দান করুন, আমীন।

সংকলন ও অনুবাদ - মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ঈমান আনয়নের বিভিন্ন কারণ

অধার্মিক লোকেরা যারা নবীগণের বিরোধিতা করেছে এবং বিশেষ করে যারা আমাদের নবী করীম (সঃ)-এর বিরোধী ছিল তাদের বিশ্বাস আনয়ন করা অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক ঘটনা তাদেরকে দ্বিধামুক্ত করতে পারে নি। বরং তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র দেখে তাঁর (সঃ) সত্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। চারিত্রিক অলৌকিকতা সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারে যা রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়।

"ন্যায়পরায়ণতার স্থান অলৌকিকতার উর্দ্ধে"- এর এটাই তাৎপর্য। পরীক্ষা করে দেখে নাও ন্যায়পরায়ণতা কীরূপ বিষয় প্রদর্শন করে থাকে! অলৌকিকতা ও অপ্রাকৃতিক বিষয়ের প্রতি তো সামান্য মনোযোগও মানুষ দেয় না, বিশেষতঃ আজকালকার যামানায়। কিন্তু যদি জানা যায় যে, অমুক ব্যক্তি একজন সাধু পুরুষ, তাহলে তার প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হবে তা কোন গোপনীয় বিষয় নয়। যারা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দেখেও তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে নি উত্তম চরিত্রের দ্বারা ঐ সকল লোকও প্রভাবিত হয়ে থাকে।

কথা হলো, কতক লোক অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক বিষয় দেখে বিশ্বাস আনয়ন করে থাকে এবং কতক বাস্তবতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু অধিকাংশই তারা যাদের হেদায়াত ও সন্তুষ্টি লাভের কারণ হলো উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতা।

আমাদের নবী করীম (সঃ)-এর অলৌকিকতা

আমাদের নবী করীম (সঃ) সর্বপ্রকার অলৌকিকতা ও বিস্ময়ের অধিকারী ছিলেন। আমি কীরূপে তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করবো? যেদিকে তাকাবো সেদিকেই অগণিত অলৌকিকতা নজরে পড়বে। তিনি (সঃ) প্রত্যেক উন্নত ধরনের অলৌকিতার আকর ছিলেন। বাহ্যিক বিস্ময় যেমন চন্দ্রের দ্বিখন্ডিত হওয়া ইত্যাদি অন্যান্য অলৌকিকতা এর সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক হবে। তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তব ঘটনার অলৌকিকতায় তো সারা কুরআন শরীফ ভরপুর রয়েছে যা সর্বদা সজীব ও সতেজ রয়েছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর (সঃ) পবিত্র সত্তাকে উদ্দেশ্য করেই, "নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (৬৮ঃ৫)- এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সম্মানিত কুরআন আপন অলৌকিকতার প্রমাণ সাপেক্ষে বলেছে- "যদি উহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর" (২ঃ২৪)। এসব অলৌকিকতা হলো আধ্যাত্মিক। যেরূপভাবে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তদ্রূপ এর (কুরআনের) দর্শন, উত্তম মার্জিত ভাষা ও বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনেও মানুষ সক্ষম নয়। অন্যত্র বলেছেন, "যদি সকল মানুষ এবং জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না" (১৭ঃ৮৯)।

গৌরবান্বিত কুরআনের উত্তম উপস্থাপনা ও বাগ্মিতা অলৌকিক

সুতরাং আধ্যাত্মিক অলৌকিকতার বিষয়ে কেউ যেন এটা মনে না করে যে ইহা মুসলমানদের অহমিকা ও অমুলক ধারণা। 'বাগ্মিতা, উত্তম উপস্থাপনা ও ভাষার লালিত্য হলো কুরআন শরীফের অলৌকিকতা' একথা বর্তমানের জড়বাদীরা নয় বরং জড়বাদিতার বিরোধীরা তা স্বীকার করে না। সৈয়্যদ আহমদও হোঁচট খেয়েছে। সে-ও এসবকে অলৌকিক বলে মেনে নেয় না।

একথা মনে হলেই আমার আফসোস হয় যে, সৈয়্যদ আহমদ সাহেব অলৌকিকতাকে অস্বীকার করেছেন। কোনভাবেই সৈয়্যদ সাহেব অলৌকিকতাকে মানতে পারছেন না। কারণ, তিনি বলছেন যে, একজন সাধারণ অথবা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও দৃষ্টান্ত তৈরী করতে পারে। কিন্তু আমার আফসোস হলো - এটুকুও তিনি জানেন না যে, সম্মানিত কুরআনকে যিনি এনেছেন, তিনি (সঃ) মর্যাদার অধিকারী। 'যে পবিত্র কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে, যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে" (৯৮ঃ৩৪)।

এমন কিতাব যার মধ্যে সমুদয় গ্রন্থ এবং সমুদয় সত্য বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থ এবং এর সাধারণ বিষয়-বস্তু বলতে ঐ কর্মগুলোকে বুঝায় যা সৎ প্রকৃতির লোকদের দৃষ্টিতে অনুকরণযোগ্য।

কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান রয়েছে

কুরআন শরীফ দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টি। এতে কোন আজে বাজে নিরর্থক কথা নেই। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা কুরআন নিজেই ক'রে থাকে। প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয় উপাদান এতে মজুদ রয়েছে। প্রত্যেক দিক থেকে ইহা নিদর্শন ও আদর্শ। যদি কেউ এ বিষয় অস্বীকার করে তাহলে প্রত্যেক দিক থেকে এর অলৌকিকতা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। বর্তমানে আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁর অস্তিত্বের উপর অতি প্রচন্ড আক্রমণ করা হচ্ছে। খৃষ্টানগণও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং লিখছে। কিন্তু যা কিছু তারা বলেছে ও লিখেছে তা ইসলামের খোদা সম্বন্ধেই লিখেছে ক্রুশে মৃত একজন দুর্বল খোদা সম্বন্ধে নয়। আমি দাবীর সাথে বলছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব ও সত্তা সম্বন্ধে কলম ধারণ করবে পরিণামে তাকে এই খোদার দিকেই আসতে হবে, যাকে ইসলাম উপস্থাপন করেছে।" কারণ প্রকৃতির প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ সেই খোদার প্রতিচ্ছবি নিজেদের অন্তরে ধারণ করে থাকেন। মোটকথা এরূপ ব্যক্তি তার প্রতিটি পদক্ষেপ মহান ইসলামের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করে থাকেন। এটাওতো এক বিরাট মু'জিযা। (মলফূযাত, প্রথম খন্ড)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্‌তাআলার মু'মিন সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ) কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর, ২০০১ইং তারিখ মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেনঃ

আজকের খুতবার বিষয় আল্লাহ্‌তাআলার সিফত মু'মিন সম্পর্কে। সর্বপ্রথম মু'মিন শব্দের শাব্দিক অর্থ বলছি। মু'মিন শব্দের রুট 'আম্‌ন' আলিফ-মীম নূন। আম্‌ন শব্দ খওফ 'খে-ওয়াও-ফে'এর বিপরীত শব্দ। (আমন-নিরাপদ খওফ = ভয়) আমিনাহু অর্থ 'তার তরফ থেকে সে নিরাপদ হয়ে গেছে।' আল্ মু'মিন আল্লাহ্‌র সিফত। অর্থ এই যে, তিনি সৃষ্টির সব কিছুকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। আর একটি অর্থ এই, তিনি তাঁর আউলীয়ায়ে কেরামকে আযাব থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। হযরত ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেছেন, মু'মিন শব্দ আম্‌ন শব্দ থেকে সৃষ্ট, যার মূল অর্থ 'অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা, বিপদমুক্ত হয়ে যাওয়া।' আমন, আমানত, আমান, বিশেষ্য পদ (মাসদার)। মানুষের নিরাপদ অবস্থাকে আম্‌ন বলা হয়। কোন জিনিস কারো কাছে রাখা হ'লে তাকে 'আমীন' বলা হয়। ওয়া তাখুনু আমানাতিকুম আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের আমানতে খেয়ানত (আত্মসাত) কর। আয়াত মান দাখালাহু কানা আমিনান অর্থ-এই যে, কা'বা শরীফে যে প্রবেশ করেছে সে আমন -(নিরাপত্তার) এর মধ্যে এসে গেছে। এখানে এই অর্থও করা হয়েছে, (খ) 'সে পৃথিবীর বিপদাপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে।' এই অর্থও করা হয়েছে (গ) 'এখন আর তার উপর কেউ আক্রমণ করবে না।'

আমানা ক্রিয়াপদটি লাযেম এবং মতায়াদ্দী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। অর্থঃ (ক) সে নিরাপদ হয়ে গেছে। (খ) সে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এই অর্থেই আল্লাহ্‌র নাম মু'মিন (নিরাপত্তা দাতা)।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি সর্বাধিপতি, অতি পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতি গরিয়ান, তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "ঈমান হচ্ছে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র স্বীকারোক্তি, মুখে ঐ স্বীকারোক্তির ঘোষণা এবং আল্লাহ্‌র আদেশের অনুরূপ আমল বা কর্ম।" হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "মু'মিন সে, যার থেকে অন্যেরা নিরাপদ; মুসলমান সে যার হাত ও মুখ হ'তে অন্যরা শান্তিতে ও নিরাপদে থাকে; মুহাজের সে, যে পাপ এবং মন্দ

কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এমন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে (মন্দ আচরণ) রক্ষা পায় না।" হযরত আবূহুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম, এমন ব্যক্তির ঈমান ঈমান নয়; আল্লাহ্‌র কসম, এমন ব্যক্তির ঈমান ঈমান নয়, আল্লাহ্‌র কসম, এমন ব্যক্তির ঈমান ঈমান নয়। সাহাবা (রাঃ) আরয করেছেন, হুযূর কার কথা বলেছেন? হুযূরে আকরাম (সঃ) বলেছেন, "এমন ব্যক্তি যার মন্দ আচরণ থেকে তার প্রতিবেশীরা শান্তিতে থাকে না"। সাহাবা (রাঃ) আরয করেছেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! কেমন আচরণের কথা বলেছেন? হুযূর (সঃ) বলেছেন, "তার দুষ্টামি এবং তার পক্ষ থেকে পীড়াদায়ক কর্মকান্ড বা ক্ষতিকর কার্যক্রম।"

হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে বলেছিলাম, "আল্লাহ্‌র বাণী আল তাকসুরু মিনাস সালাতে ইন খিফতুম, অর্থঃ তোমরা এমন অবস্থায় যখন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছ, তখন যদি নামায কসর করো তো কোন পাপ হবে না। কিন্তু বর্তমান যুগে তো আমরা বড় নিরাপদে আছি, কোন ভয়-ভীতির কারণ নেই"। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, "আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম। কিন্তু আ হযরত (রাঃ) বলেছেন, 'বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ অতএব তোমরা এটি গ্রহণ কর।"

প্রত্যেক মুসাফির নামায কসর করবে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

হযরত ফুযালা বিন ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল বা কার্যক্রম তার মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় রাবাত-(পাহারারত) অবস্থায় মারা যায় তার আমলকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়। সে কবরের পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ হয়ে যায়।

হযরত আবূহুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ যে দিন নিজ রহমত সৃষ্টি করেছেন, তিনি রহমত সৃষ্টি করে এর একশ' ভাগ করে তার মধ্য থেকে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দেন এবং মাত্র এক ভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে দেন। যদি কোন কাফির জানতে পারত যে, আল্লাহ্‌র রহমত কত বেশি, তবে সে-ও জান্নাত লাভের বিষয়ে

নিরাশ হতো না। আর যদি মু'মিনরা জানাতো যে, আল্লাহ্‌র আযাব কত কঠোর তবে সে কখনও নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতো না।"

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমান চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত কুষ্ঠ রোগ ইত্যাদি ভয়ানক রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করে দেন।"

এখানে বলা হয়েছে যে, চল্লিশ বছরের উপরে বয়স হ'লে আর মস্তিষ্ক বিকৃতি বা এ জাতীয় রোগ হয় না। অথচ বাস্তবে এর বিপরীত দেখা গেছে। সম্ভবত : আঁ হযরত (সঃ) আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা বলেছেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম যখন চল্লিশের উপরে যান তখন তারা এমন রোগে আক্রান্ত হন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে বিরোধীরা অপপ্রচার চালিয়ে রেখেছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কোন কোন সময় কোন কোন গয়ের আহমদী এ মনে করে এসেছেন যে, দেখি আসলেই হযরত মির্যা সাহেব সুস্থ না অসুস্থ। এমন হয়েছে, হযরত (আঃ) নিজ থেকে বাহুর কাপড় সরিয়েছেন এবং যার দেখার আগ্রহ ছিল সে দেখেছে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত (আঃ)-এর শরীরে এমন কোন রোগের চিহ্নও নেই। সুতরাং মনে হচ্ছে যে, আঁ হযরত (সঃ) এ কথা আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন নবী এমন রোগে আক্রান্ত হন না যার কারণে শত্রুর সামনে লজ্জার কারণ হ'তে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোন নবীর এমন কোন রোগ ছিল না।

হাদীসের পরবর্তী অংশ -

"তারপর যখন তারা পঞ্চাশ বছরে উপনীত হন তখন আল্লাহ্ তাদের হিসাব নরম করে দেন।" আমরাও আশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদের হিসাব সহজ করে দিবেন।

"তারপর যখন ষাট বছর বয়সে উপনীত হন তখন আল্লাহ্ তাদেরকে নম্রতা দান করেন ফলে তিনি তাদের সাথে ভালবাসা সুলভ আচরণ করতে থাকেন। যখন সে সত্তর বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ এবং আকাশের ফিরিশ্‌তরাও তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর যখন সে আশি বছর বয়সে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ্ তার পুণ্যসমূহ কবুল করে নেন। এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। এরপর যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ্ তার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। পৃথিবীতে তার নাম আল্লাহ্‌র হাতের বন্দী বা গ্রেফতারকৃত রাখা হয়। এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের পক্ষে শাফায়াত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।"

উপরোক্ত রেওয়ায়াত 'মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল' এর। আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, রেওয়ায়াত কতটা গ্রহণযোগ্য। তবে এ ধরনের বিষয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, কাকে তিনি কতটা দিবেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বার আক্রমণ হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মু'মিন সে, যার হাত থেকে অপর সকল মানুষের প্রাণ ও ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছে পৃথিবীতে তিন ধরনের মু'মিন আছে ঃ (১) সে, যে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান রাখে তারপর কোন সন্দেহে পতিত হয় না, এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করে জেহাদ করে। (২) সে, যে নিজেকে সব কিছুর আমীন হিসাবে নিয়োজিত করে রাখে (হেফাযতকারী) (৩) সে, যে কোন জিনিস যা তার খুব পসন্দের জিনিস, তা হস্তগত করতে উদ্যত হয়ে তারপর আবার আল্লাহ্‌র খাতিরে তা পরিত্যাগ করে।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) এসে দেখেন কিছু লোক বসে আছে। হুযূর (সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে ভাল এবং খারাপ মানুষ সম্পর্কে জানিয়ে দেব?" সবাই চুপ করে থাকল। আঁ হযরত (সঃ) তিন বার উক্ত কথা উচ্চারণ করলেন। তারপর একজন বললেন, কেন বলবেন না হুযূর (সঃ), আপনি বলুন। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ সে, যার কাছে ভাল কিছু আশা করা যায় এবং তার অনিষ্ট থেকে সবাই নিরাপদ। তোমাদের মধ্যে মন্দ সে, যার থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকা যায় না।" হযরত দিনার (রাঃ) যিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর দাস ছিলেন, বলেছেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এক ব্যক্তি এসে হুযূর (সঃ)-কে বললেন, আমি মনে করি সে ছিলো কায়েস গোত্রের একজন। সে বলল, হে রসূলুল্লাহ্! হামীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়ে বদ দোয়া করুন। আঁ হযরত (সঃ) তার কথা শুনলেন না। সে অন্য পাশ দিয়ে এসে আবার ঐ একই কথা বলল। হুযূর আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি আবার সে দিক থেকে এসে হুযূর (সঃ)-কে আবার ঐ কথা বলল। এবার হুযূর (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্‌তাআলা হামীর গোত্রের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তাদের হাতে বরকত হোক। তারা তো ঈমান এনেছে।"

আল্লামা ফখরউদ্দীন রাযী এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা আল্ মু'মিন"। দু' ভাবে তিনি মু'মিন ঃ (১) প্রথম এই যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের (আউলিয়া) নিরাপত্তা প্রদান করেন। আরবীতে বলে, 'যে অপরকে (আমন) নিরাপত্তা দিয়েছে অতএব সে মু'মিন হয়েছে।' (২) তিনি সত্যায়নকারী অর্থাৎ তিনি নবীগণের সমর্থনে নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এভাবেও তিনি সমর্থন করেন, সত্যায়ন করেন যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উম্মত সমস্ত নবীগণের সত্যায়ন করে।"

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ্ (আঃ)-কে ডেকে বলা হবে যে, তুমি কি মানুষকে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলে? হযরত নূহ জবাব দিবেন, হ্যাঁ। তারপর নূহের জাতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, নূহ তোমাদেরকে পয়গাম দিয়েছিলেন কি? তারা বলবে, আমাদের নিকট কেউ কোন পয়গাম দেয় নি। তারপর হযরত নূহকে জিজ্ঞেস করা হবে,তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? হযরত নূহ বলবেন, 'আমার পক্ষে সাক্ষী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উম্মত'। এরপর তোমাদিগকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা সাক্ষী দিবে যে, হযরত নূহ পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অর্থঃ আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর ওপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এ রসূল তোমাদের ওপরে তত্ত্বাবধায়ক হয় (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৪৪ আয়াতাংশ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"খোদা আমন তথা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী এবং নিজের একত্ববাদ ও কামালত (গুণাবলী)সমূহের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনকারী। এখানে একটি ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে একজন আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী কখনই কোন মজলিসে লজ্জিত হবে না এবং আল্লাহ্‌র সামনেও লজ্জিত হবে না। কারণ তার মাঝে অকাট্য ও শক্তিশালী দলিল প্রমাণ থাকে। এর বিপরীতে ঐ ব্যক্তি যে কল্পিত খোদার ভক্ত ও অনুসারী, যে সদাসর্বদা বড়ই সংকটে থাকে। সে দলিল-প্রমাণ দিতে গিয়ে অনেক বেহুদা বাজে কথাকে মূল্যবান তথ্য হিসেবে তুলে ধরে যেন সে হাস্যাস্পদ না হয় এবং স্পষ্ট ভুলকেও গোপন করতে চায়।"

এখানে যে বলা হয়েছে, "বেহুদা কথাকেও মূল্যবান তথ্য বলে পেশ করে," এর উদাহরণ এই যে, খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে বলে যে, তিন খোদা সম্মিলিতভাবে এক খোদা। এটি একটি রহস্য যা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত না হ'লে বুঝা যায় না। এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি ধূম্রজাল। পৃথিবীর সকলেই জানে যে, আল্লাহ্‌র পুত্র নেই।

সূরাতুল বাকারাহ্‌র ১২৬-১২৭ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে, **হাযা বালাদান আমিনান** "হে প্রভু! এ স্থানকে শান্তিপূর্ণ শহর বানাও" (২ঃ১২৭), অন্যত্র বলা হয়েছে, **হাযাল বালাদা আমিনান** অর্থ "মক্কাকে শহরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও" (সূরাতু ইব্রাহীম, ১৪ঃ৩৬)।

মুফাস্‌সেরীন বহু কথা বলেছেন। আমার মতে প্রকৃত সত্য যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে (মক্কায়) ঐ স্থানে রেখে যাচ্ছিলেন তখন তো এ স্থানটি কোন শহর ছিল না। তখন তিনি দোয়া করেছিলেন, "এই স্থানকে শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও (**হাযা বালাদান আমেনান**, বাকারা ঃ ১২৭) বলেছিলেন। তারপর তিনি এখানে বারবার আসতেন। ইতোমধ্যে অনেক মানুষ সেখানে বসবাস করতে শুরু করছিলো এবং একটি শহর হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং পরবর্তীতে দোয়ার মধ্যে বলছিলেন, [**হাযাল বালাদা আমিনান**- সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ৩৬] এ শহরকে (মক্কা) শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও।"

হাবশার বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইয়ামনের গভর্নর আবরাহা কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে দেবার জন্য হাতীবাহী বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে এসে অবস্থান নিয়েছিল। মক্কার উটের পাল সেখানে চরে বেড়াচ্ছিল। আবরাহার সৈন্যদলের লোকেরা কিছু উট ধরে নিয়ে গেল যার মধ্যে কুরায়েশ সরদার হযরত আব্দুল মুত্তালিবের উটও ছিল। আবরাহার লোক এসে হযরত আব্দুল মুত্তালিবকে ডেকে নিয়ে গেল। আবরাহা তাকে দেখে বড় প্রভাবান্বিত হ'ল। দোভাষীর সাহায্যে সে হযরত আবদুল মুত্তালিবের কাছে জানতে চাইল, তিনি কি চান, কেন এসেছেন? হযরত আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'আপনাদের লোকেরা আমার উট ধরে এনেছে। আমাদের উট আমাদেরকে ফেরত দিন'। আবরাহা বলল, 'আমি তোমাকে দেখে তো ভেবেছিলাম তুমি অনেক বড় নেতা এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি! কিন্তু তোমার কথা শুনে বড় হতাশা হয়েছি। তুমি সামান্য কয়েকটি উটের জন্য চিন্তিত হয়েছ? তোমাদের কা'বা গৃহের কোন চিন্তা নেই। তোমাদের ধর্মের বিশেষ নিদর্শন কা'বা গৃহকে আমি ভেঙ্গে দিতে এসেছি। তুমিতো কা'বার চিন্তা করছ না?' হযরত আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'দেখুন, আমি আমার উটের মালিক তাই উটের চিন্তা আমি করছি। কা'বা গৃহের একজন মালিক আছেন। তিনি তাঁর গৃহের চিন্তা অবশ্যই করবেন। তিনি তাঁর গৃহকে অবশ্যই রক্ষা করবেন'। আবরাহা আবার বলল, 'তবে জেনে রাখ যে, কা'বাকে কেউ রক্ষা করতে পাবে না। আজ আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তবে দেখা যাবে। তিনি তাঁর উট নিয়ে ফেরত এসে গেলেন। তিনি মক্কার সকলকে নিয়ে কা'বা গৃহে জামায়েত করলেন এবং কা'বা গৃহের শিকল ধরে সবাই মিলে আবরাহার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করলেন। তারপর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা শহর ছেড়ে পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চলে গেলেন। আবরাহার আক্রমণ ও এর ফলাফল দেখার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আবরাহা তার বাহিনীকে কা'বা আক্রমণের আদেশ দেন। বাহিনী যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল। কিন্তু দলের শিরোভাগে যে প্রথম হাতী ছিল সে সামনে পা বাড়াতে অস্বীকার করে বসে পড়ল। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ একদল পাখী পাঠালেন সমুদ্রের দিক থেকে। তারা এসে আবরাহার বাহিনীর উপর কঙ্কর বর্ষণ করতে থাকল। তাদের ঠোঁটে কঙ্কর ছিল। এত বিরাট ঘটনা ঘটে গেল যে, ঐ কঙ্করের আঘাতে সৈন্যরা ক্ষত-বিক্ষত হোল। ঐ সব কঙ্করের মধ্যে বসন্তের রোগজীবাণু ছিল, ফলে সৈন্যরা বসন্তরোগের প্রচন্ড আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে মরতে আরম্ভ করল। যারা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলো তারা মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে হয়রান হয়ে হয়ে মরে শেষ হয়ে গেল।

ঐ পাখীর দলকে আবাবীল বলা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা) বলেছেন,

রব্বিজআল হাযাল বালাদান আমিনান (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১২৭)

ওয়া আমানাহুম মিন খওফ (সূরাতু কুরায়েশঃ ৫) অর্থ ঃ ভয়-ভীতি হ'তে তাদের নিরাপত্তা দান কর। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) **লাইয়ানালো আহদিয যলেমীন** অর্থঃ আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বতির্বে না।" এর থেকে বুঝে নিয়েছিলেন যে, কিছু খারাপ লোকও সৃষ্টি হবে। তাই দোয়া করেছিলেন, **ওয়ারুযুক আহলাহু মিনাস সামারতে মান আমানা মিনহুম বিল্লাহে** (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১২৭)। আল্লাহ্ বললেন, আমি রহমান, আমি মু'মিন ও কাফির উভয়কেই দিব। কিন্তু কেবল ইহলোকে পরলোকে নয়। পরলোকে শুধু মু'মিনদের দেয়া হবে।

সূরাতু আলে ইমরানের ৯৮ আয়াতে ইব্রাহীমের মুকাম বলা হয় নি, 'মাকাম' বলা হয়েছে। মাকাম অর্থ মর্যাদা, মুকাম অর্থ স্থান। মানুষ 'মাকামে ইব্রাহীম'-কে 'মুকামে ইব্রাহীম' বানিয়েছে। কা'বা শরীফের একটি স্থানকে মুকামে ইব্রাহীম ধরে নিয়ে এমন মনে করা হয়েছে যে, সে স্থানে ইব্রাহীম (আঃ) নামায পড়তেন। এখন সবাই সেখানে নামায পড়তে চায়। অথচ 'মাকাম' অর্থ মর্যাদা; 'মুকাম' বলাই হয় নি। সেখানে পায়ের স্থানে গর্ত হয়ে গেছে। এটা কখনও সম্ভব নয় যে, হযরত ইব্রাহীম নামায পড়তেন বলে সেখানে গর্ত হয়ে গেছে। পায়ের গর্তের পরিধিও অনেক বড়। অতএব সেগুলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পায়ের চিহ্ন অবশ্যই নয়। পরবর্তীতে কৃত্রিমভাবে পায়ের চিহ্ন বলে গর্ত বানানো হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে যে,এখানে আয়াত 'মাকাম' (মর্যাদা) বলা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীমের মর্যাদার কথা বলা

হয়েছে, যার ভিত্তিতে এখানে বলা হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ) যে রূহানী মর্যাদা নিয়ে ইবাদত করতেন তোমরা সেই রূহানী মর্যাদা লাভের চেষ্টা কর।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾

অর্থঃ তারা কি চিন্তা করে দেখে নি যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র ঘরের নিরাপদ স্থান করেছি অথচ লোকদেরকে তাদের চারদিক থেকে অন্যদিকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়? তারা কি অসত্যের প্রতি ঈমান আনছে ও আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে? (সূরাতু আনকাবূতঃ ৬৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হুরমাতের শহর (হারাম বা যুদ্ধ নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করেছেন। আমার পূর্বেও কারো জন্য (যুদ্ধ) হালাল করা হয় নি। পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য কেবল এক দিনের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। এখানকার ঘাসও কাটা যাবে না। এখানকার গাছও কাটা যাবে না। এখানে কোন প্রাণী শিকার করা যাবে না। এখানে কোন কিছু কোথাও পড়ে থাকলেও তা তুলে নেয়া যাবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি ঐ পড়ে থাকা বস্তু তুলে নিয়ে এর ঘোষণা দিয়ে মালিক খুঁজে তার হাতে তুলে দেয়, তবে ঠিক হবে।" হযরত আব্বাস (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ কেবল ইসখার ঘাস (এক ধরনের ঘাস) কাটাকে জায়েয করে দিন। কারণ এ ঘাসকে কামার, লোহারেরা ব্যবহার করে, কবরেও ব্যবহার করা হয়। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে এই ঘাস কাটার অনুমতি থাকবে।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, মদীনার প্রান্তগুলোতে ফিরিশ্‌তারা পাহারা দেয়, এর ভেতরে প্লেগ প্রবেশ করবে না আর দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবে না।"

স্মরণ রাখবেন, প্লেগ আরবের সর্বত্র আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনায় প্রবেশ করে নি। দাজ্জালও প্রবেশ করবে না। এটি ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী। আঁ হযরত (সঃ) একবার কাশ্‌ফে দেখেছেন,"হযরত মসীহ্ কা'বা শরীফের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করছেন। তাঁর পিছে পিছে দাজ্জালও ক্ষতি করার দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু দাজ্জাল সফল হ'তে পারে নি।' কা'বা শরীফে দাজ্জালের প্রদক্ষিণের কথা ছিল। দাজ্জাল বলে খৃষ্টান জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যারা আজ কা'বা শরীফের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, খৃষ্টান দাজ্জালের প্রভাব মদীনায় প্রবেশ করবে না। এর ৭টি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজায় দু'জন করে ফিরিশ্‌তা পাহারা দিচ্ছে।" প্রত্যেক দরজা দু'জন ফিরিশ্‌তা আপাতদৃষ্টিতে তো এর অর্থ বুঝি না। কোন তাৎপর্য হবে এর অর্থাৎ মদীনার হেফাযত করা হয় সব সময়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লিখেছেন, "মক্কা শহরের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ইব্রাহীমের (আঃ) ইবাদতের একটি স্থান রয়েছে। এর বিপরীত ইহুদী বা খৃষ্টান তাদের গুরুজনদের এমন কোন সুনির্দিষ্ট স্থান দেখাতে পারবে না।" এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) পৃথক কোন তফসীর যদি করতেন তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মতামত জানতে পারলে নিজের ভিন্ন মত পরিত্যাগ করতেন। এখানেও 'মাকামে ইব্রাহীম' অর্থ হযরত ইব্রাহীমের রূহানী মর্যাদার কথা বলেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

মক্কা মুয়ায্‌যমা ইসলামের একটি নিদর্শন।

এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের সূরাতু আলে ইমরানের ৯৭ আয়াতে 'মাকামে ইব্রাহীম' বলা হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক অবস্থা বা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সকল ক্ষেত্রে 'মাকামে ইব্রাহীম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এখানে মুকামে ইব্রাহীম বলেছেন কেন জানি না। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোন তফসীর শুনার সাথে সাথে তা গ্রহণ করতেন। একবার কেউ একজন হুযূর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করছিলেন, হুযূর, আপনার তফসীরের নোটগুলো আমাকে দেখাবেন। হুযূর (রাঃ) বলেছিলেন, তুমি কী দেখবে? আমার নোটের উপর তো সর্বত্র কলম দিয়ে কেটে কেটে দাগ দেয়া আছে। আমি যখন যা তফসীর করতাম, তারপর যখন দেখতাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্য তফসীর করছেন তখন আমি আমার নোটের উপর কলম চালাতাম, কেটে দিতাম। অতএব ঐ নোট দেখে তোমার কী লাভ হবে?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

মানুষের [নফসের] আত্মার এটি ন্যায্য অধিকার যে, তা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হবে। আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালবাসা এত দৃঢ় বা গভীর হবে যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কোন সফর তার জন্য কষ্টের কারণ হবে না, ধন-সম্পদের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না, কোন আপনজনের বিরহ তার জন্য কষ্টের কারণ হবে না। যেমন প্রেমিক তার প্রিয়জনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না তেমনই আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্ত বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য প্রাণ কুরবান করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। এর নমুনা হজ্জের মধ্যে রাখা হয়েছে। যেমন প্রেমিক প্রিয়তমের আশপাশে চক্কর খেতে থাকে তেমই হজ্জে 'তাওয়াফ' রাখা হয়েছে। এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যেমন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ। যতক্ষণ তাওয়াফ সঠিক না হয় হজ্জের কোন উপকার পাওয়া যায় না। তাওয়াফের যে দৃশ্য হয় তা লক্ষ্য কর। কেমন সামান্য কাপড় পরে তারা তাওয়াফ করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র তাওয়াফ যারা করবেন তাদের উচিত পৃথিবীর সমস্ত কাপড় (আকর্ষণ) পরিত্যাগ করতঃ অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁর প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর তাওয়াফ করা। 'তাওয়াফ' আল্লাহ্‌র প্রেমের চিহ্ন। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা উচিত। অন্য কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না। স্মরণ রাখা দরকার, কেবল তাওয়াফ নয় বরং ঐশী প্রেমে বিভোর হয়ে তাওয়াফ করা চাই। মাথার চুল কেটে ফেলাও ওয়াকফ (উৎসর্গ করার) করার চিহ্ন। নবজাতকের মস্তক মুন্ডনেরও উদ্দেশ্য এই যে, সে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত প্রাণ হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও মাথা মুন্ডন করে রাখে। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাকামকে ঐশী প্রেমে আসক্ত হয়ে তাওয়াফের স্থান নির্ধারণ করেছেন।

স্মরণ রাখা দরকার, পৃথিবীতে অনেকে হজ্জের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছে। খ্রীষ্টানরা, হিন্দুরাও হজ্জের স্থান নির্ধারণ করে রেখেছে। সোমনাথের মন্দির, বানারাস ইত্যাদি। কিন্তু কেবল মাত্র মক্কা শরীফ একটি হজ্জের স্থান যেখানে সমস্ত পৃথিবীর দেশসমূহ থেকে মানুষ হজ্জ করতে আসে। অন্য কোন স্থান খুঁজে পাবেন না যেখানে পৃথিবীর এত বেশি অঞ্চল থেকে হজ্জ করতে মানুষ যায়। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) যে বলেছেন, মক্কা শহরকে নিরাপদ (আমন) শান্তির স্থান বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর কোন বিকল্প নেই। বাস্তবে

পৃথিবীতে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান মক্কা ছাড়া আর কোথাও নেই। আজও যেখানে অনেক বেশি শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। নিঃসন্দেহে যদি কেউ প্রকৃত শান্তি ও নিরাপদ স্থান পেতে চায়, দেখতে চায় তবে সে যেন মক্কা শরীফে কা'বা গৃহের হজ্জ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম ঃ 'আমন্ আস্ত দার্ মাকামে মুহাব্বৎ সরায়ে মা" অর্থ সকল দিক থেকে শান্তি বিরাজ করছে।" আবার ১৯০৫ইং সনেও এই ইলহাম হয়। ভূমিকম্পের যুগে আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে বাগানে থাকছিলাম। সে বাগ এত বড় যেখানে পাঁচ হাজার মানুষ অবস্থান করতে পারত। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে কানাতের বেড়া লাগিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে চোরের ভয় ছিল। পাশে জঙ্গল এবং তার পরে যে সব গ্রাম ছিল সেখানে অনেকে কুখ্যাত চোর ছিল (তাযাকিরাহ্ পৃঃ ৫৪১)।

একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি বাইরে গিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছি। কয়েক পা সামনে গিয়ে দেখালাম এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, "সামনে ফিরিশ্তারা পাহারায় আছেন। অর্থাৎ তোমরা পাহারার প্রয়োজন নেই। তোমার বাসস্থানের আশপাশে পাহারা চলছে। তারপর ইলহাম হোল, "আমন আস্ত দার মাকামে মুহাব্বৎ সরায়ে মা"। কয়েকদিন পরে এমন ঘটনা ঘটল যে, পার্শবর্তী গ্রাম থেকে এক কুখ্যাত চোর আমাদের বাগানে এসে প্রবেশ করল। নাম বিশন সিং। রাতের শেষাংশ। সে বাগানে ঢুকেও কোন সুযোগ করতে পারে না। অবশেষে সে পিঁয়াজ ক্ষেতে বসে বসে অনেকগুলো পিঁয়াজ তুলে একত্রে ঢের করেছিল। এমন সময় কেউ দেখে ফেলে এবং তাড়া করে। সে দৌড়াতে গিয়ে এক গর্তে পা পড়ে গেলেও সে উঠে যাচ্ছিল। সে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পাহাড়ের মত ছিল, যাকে দশজনে মিলেও ধরা শক্ত ছিল। কিন্তু একে তো আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী ধরেই রেখেছিল। ফলে কয়েকজন মিলে ধরে ফেলল এবং সে শত চেষ্টা করেও পালাতে পারল না। কোর্টে যাওয়ার সাথে সাথেই তার শাস্তি হয়ে গেল।

তারপর একদিন আমাদের ঐ বাগান বাড়ী যেখানে আমরা কয়েকদিন ধরে থাক্ছিলাম, একটি সাপ বেরিয়েছিল। বড় বিষাক্ত এবং অনেক লম্বা বড় সাপ ছিল। এ সাপের অবস্থাও চোরের মত হয়েছিল। এভাবে ফিরিশ্তাদের পাহারার প্রমাণ হাতে নাতে আমরা পেয়ে গেলাম" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৫৪২ ও হাকীকাতুল ওহী)।

তারপর আর একটি ইলহাম, "আমীনুল মূলক জায় সিং বাহাদুর"। মনে হচ্ছে এর অর্থ "মির্যা গোলাম আহমদ কি জায়" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জয় এর অনুরূপ মনে হচ্ছে।"

অনুবাদ -
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মুলাকাৎ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৩-১০-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রথম প্রশ্ন ঃ সূরা মায়েদা এর ১১৮ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) নিজের জন্য 'শাহীদ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং আল্লাহ্তাআলার জন্য 'রাকীব' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এ দু'টি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সমস্ত নবী স্ব স্ব উম্মতের জন্য শাহীদ হয়ে থাকেন এবং রসূলে করীম (সঃ) সব নবীগণের উপরে শাহীদ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক বা নিগ্রান ছিলেন। 'রাকীব' শব্দের অর্থ শুধু নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ক নয়। এর আরও অর্থ আছে। পণ্ডিতগণ বলেন, রাকীব-এর অর্থ গভীরভাবে দেখা। হুযূর (আইঃ) বলেন, এমন লোক যে অনেক বেশী জানে, সে যখন কোন ঘটনা দেখে তখন সে অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়। সেই ব্যক্তি হচ্ছে রাকীব। অপর দিকে শাহীদ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে ততটুকু দেখতে সক্ষম যা তার চোখের সামনে পড়ে। যখন নবী তাঁর জীবদ্দশায় স্ব স্ব উম্মত-এর কার্যকলাপ দেখেন তিনি এত গভীরভাবে দেখতে পারেন না যেভাবে আল্লাহ্তাআলা দেখতে পারেন। আল্লাহ্ তো এ-ও জানতে পারেন যে, তাঁর বান্দাগণের মনে কি আছে। এটাই হচ্ছে শাহীদ এবং রাকীব শব্দের মধ্যে পার্থক্য।

২য় প্রশ্ন ঃ জেহাদ কি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, এটি ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। কিন্তু 'ক্বিতাল' ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস নয়। অর্থাৎ তরবারী দিয়ে জেহাদ করা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস্ নয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচার করাই হচ্ছে আসল জেহাদ। হাদীসে আছে রসূলে করীম (সঃ) একবার যুদ্ধের শেষে বলেছিলেন, আমরা ছোট জেহাদ শেষ করে বড় জেহাদের দিকে যাচ্ছি। অর্থাৎ তরবারীর জেহাদের চাইতে নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা অনেক বড় জেহাদ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই কেবল বড় বিজয় সম্ভব। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলির অন্যতম।

৩য় প্রশ্ন ঃ তরবারীর যুদ্ধ কি বর্তমানে একেবারেই নিষিদ্ধ? কতদিনের জন্য নিষিদ্ধ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তরবারীর যুদ্ধ ততদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে যতদিন অ-মুসলিম সরকারগুলো মুসলমানদের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দিতে থাকবে। যদি ধর্ম পালনের পথে বাধা দেয়া হয় তখন এ নিষেধাজ্ঞা আর থাকবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলে গেছেন ঃ

"আব ছোড় দো জেহাদ কা আয়ে দোস্তোঁ খেয়াল
দী কে লিয়ে হারাম আব জঙ্গ ও কিতাল"।

"অর্থাৎ হে বন্ধুগণ! এখন জেহাদের ধারণা পরিত্যাগ করো ধর্মের জন্যে এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ"।

উদাহরণস্বরূপ, প্যালেস্টাইনে যখনই আরব-মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে তাদের জান-মালের বড়ই ক্ষতি হচ্ছে।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ নির্যাতন কোন্ পর্যায়ে পৌছলে পরে মুসলমানদের জন্য জেহাদ অত্যাবশ্যক হয়ে যায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ একথা তো একটু আগেই বলা হয়ে গেছে যে, যখন মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম পালন করতে

দেয়া হয় না যেমন তাদের কলেমা লা **ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** পড়তে দেয়া হয় না, তাদেরকে নামায রোযা করতে দেয়া হয় না তখন জেহাদ করা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও মুসলমানদের ইমামই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন। একা একা কেউ তরবারি নিয়ে জেহাদ শুরু করতে পারবে না। যদি ইমাম সাহেব মনে করেন সেই খারাপ অবস্থাতেও আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরা বাঞ্ছনীয় তখন মুসলমানরা "জেহাদ বিল্ কুরআন" করতে থাকবেন।

[এ পর্যায়ে একটি উর্দূ নাজ্‌ম (কবিতা) শুনানো হয়।]

৫ম প্রশ্ন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীস্ আছে যে, ইমাম যদি ভাল হয় অথবা তাঁর চরিত্র খারাপ হয় তবুও তার পিছনে নামায পড়তেই হবে। এই হাদীস সম্পর্কে হুযূর কিছু বললে ভাল হবে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ শৃংখলা (Discipline) ছাড়া কোন সংগঠন চলতে পারে না। এ হাদীস দ্বারা রসূলে করীম (সঃ) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের ইমামের আনুগত্য করতে হবে। হঠাৎ একজন ইমাম সম্পর্কে একটা কটূক্তি করলো আর মুসলমানরা ইমামকে ত্যাগ করলো এটা হ'তে দেয়া যায় না। সাধারণ মুসলমানদের উচিত ইমামের পিছে নামায পড়তে থাকা। প্রয়োজন মনে করলে ইমাম সম্পর্কে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট এ ব্যাপারে একটা চিঠি পাঠাতে পারে অর্থাৎ এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার অনুরোধ করতে পারে। তখন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে যেন তারা নামাযীগণের মনের দ্বিধা দূর করেন।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ যদি একটি দেশ কোন মুসলিম দেশের উপর আক্রমণ করে আর মুসলিম দেশটি তা প্রতিহত করে তো সেই প্রচেষ্টাকে জেহাদ বলা যাবে, না কি এটা জেহাদের পর্যায়ে পড়ে না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ একটি অমুসলিম রাষ্ট্র যদি একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তো মুসলিম রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই আক্রমণটাকে প্রতিহত করবে কিন্তু এ প্রতিরক্ষার যুদ্ধ জেহাদের পর্যায়ে পড়বে না। যদি অমুসলিম দেশ এ উদ্দেশ্য নিয়ে হাম্‌লা করে যে, মুসলিম দেশকে ধর্মীয়ভাবে বিপর্যস্ত অর্থাৎ আদর্শগত কারণে তার সার্বভৌমত্ব খন্ডন করার জন্য হামলা করে তখন মুসলমান দেশ নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করলে সেটা জেহাদ হবে।

৭ম প্রশ্ন ঃ একটি ছোট মেয়ে হুযূর-এর নিকট জানতে চায় ফিরিশ্‌তাগণ মানুষের প্রাণ কীভাবে বের করেন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা এমন এক কঠিন বিষয়ে যা কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের পক্ষে বোঝা একটু মুশ্‌কিল। সবাইকে একদিন না একদিন মরতেই হবে। যখন একদিন খারাপ লোকের মৃত্যুর সময় হয়ে যায় তখন ফিরিশ্‌তা তাকে বলে, তোমার জান অর্থাৎ তোমার আত্মা আমার হাতে তুলে দাও। ফিরিশ্‌তা নিজে কোন জবরদস্তি করে না। এমন খারাপ লোকের গায়ে হাতও লাগায় না। অপর দিকে আল্লাহ্-ভীরু মুত্তাকী ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপনীত হ'লে ফিরিশ্‌তা তাকে অতি সম্মানের সাথে বলেন, হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর বাগানে (জান্নাতে) প্রবেশ করো। আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন এবং তুমিও আল্লাহ্‌র দয়ার জন্য আনন্দিত। তুমি আল্লাহ্‌র বাগানে অন্যান্য বান্দাগণের সঙ্গে বসবাস কর।

৮ম প্রশ্ন ঃ নাস্তিকতা ও মূর্তিপূজা এর মধ্যে কোন্ কাজটা বেশি খারাপ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মূর্তিপূজা বেশি খারাপ কারণ শিরক্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানানোই সব চাইতে জঘন্য কর্ম!

৯ম প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে নামায পড়ার পূর্বে স্ত্রী কি ইকামাত্ উচ্চারণ করতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, স্ত্রী ইকামাত দিতে পারে। তার স্বামীর বাম পাশে দাঁড়ানো উচিত। এভাবে বা-জামাত নামায পড়া যায়।

১০ম প্রশ্ন ঃ একটি মহিলা প্রশ্ন করে, আজকাল অমুসলিমরা বলেন, ইসলাম ধর্ম সন্ত্রাসবাদকে নিশ্চয় কোন না কোনভাবে উৎসাহিত করে তা যদি না হ'ত তো মুসলমানদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় সন্ত্রাসী দেখা যায় কেন? হুযূর এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ ধারণা ইসলামের শত্রুরা আর বিশেষভাবে খৃষ্টানরাই ছড়াচ্ছে। এটা একেবারে ভিত্তিহীন ধারণা। মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বেশি এ কারণে যে, তাদের মৌলভীরা তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে মৌলভী-রা বলে অমুসলিমরা তোমাদেরকে খারাপ বললে তোমরা দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে আর সন্ত্রাস হচ্ছে এরই বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম এভাবে অমুসলিমদের শান্তি দেয়া মোটেই সমর্থন করে না।

১১তম প্রশ্ন ঃ ইথিওপিয়ার ইহুদীরা এবং ভারতের ইহুদীরা কি একই বংশের লোক?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তারা একই বংশের লোক। আজকাল ইস্‌রাঈল নামক দেশে প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ইহুদীরা জমা হচ্ছে, যেটা পবিত্র কুরআনের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ লক্ষণীয় ঘটনা। শুধু চীন থেকে কোন ইহুদী, আমার জানা মতে এ পর্যন্ত ইসরাঈল আসে নি। কিন্তু অন্যান্য সব মহাদেশ থেকে ইহুদীরা ইস্‌রাঈলে পৌঁছে গেছে। রাশিয়া, মরক্কো প্রভৃতি বহু দেশ থেকে বহু রঙের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সব ধরনের ইহুদী সেখানে গেছে।

১২তম প্রশ্ন ঃ এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, হযরত ঈসা (আঃ) তো বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)ও কি বনী ইসরাঈলেরই নবী ছিলেন? যদি তা-ই হয় তাহলে তিনি মিশরবাসীদের কেন তবলীগ করতেন যেন মিশরীরাও তাকে অনুসরণ করে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) মিসরবাসীদেরকে তবলীগ করতেন না।

১৩তম প্রশ্ন ঃ একটি কচি মেয়ে হুযূরকে জিজ্ঞেস করে ঃ বাচ্চারাও কি চা খেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমার বাচ্চারা এবং আমার নাতীরা চা পান করে। এজন্য আমি তো কোন বাচ্চাকেই চা না খেতে বলতে পারি না।

সংকলন ও অনুবাদ-নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)
(১৮৮৯ – ১৯৬৫)

মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত
ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর একটি ইলহাম- "তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী"-অনুযায়ী কাদিয়ান হতে হুশিয়ারপুর গমন করে নির্জনে ৪০ দিন (চিল্লাকশি) আরাধনায় থেকে আল্লাহ্তাআলার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দীনে ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্তাআলার তরফ হতে তাঁর নিকট সুদীর্ঘ শুভ সমাচার আসে। উহার মধ্যে তাঁকে ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ অদৃশ্যের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানানো হয় এবং উহার মধ্যেই মুসলেহ্ মাওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত সুসমাচার দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সকল ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর নাম হলো **সবুজ ইশ্তেহার**। উহার জরুরী অংশগুলো নিম্নে দেওয়া হল।

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আকদস (আঃ) বলেনঃ

"পরম কারুণিক, পরম দাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান- যাঁর মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেনঃ

"আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

নিদর্শনের উদ্দেশ্যেঃ

খোদা বলিয়াছেন, "যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতী জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"

মুসলেহ্ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলীঃ

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে....।

তাহার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ্-আল্লাহ্র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওআল উলা কায়ান্নাল্লাহা
নাযালা মিনাস্ সামায়ে

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। -ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্র অটল মীমাংসা) (ইশ্তেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী)।

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ-ও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবার' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশ্তেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ্তাআলার নিকট হতে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্ব-পূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খুৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামাত ও নেযামে খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত দর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রাখছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে ও থাকবে, ইনশাল্লাহ্ (পুনঃপ্রকাশিত)।

মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

"বিজয় ও সফলতার চাবি তোমাকে দেয়া হবে"
মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর তাহরীক ও সফলতার একটি পর্যালোচনা

- প্রায় ১০০টি জ্ঞান বিষয়ক, তরবিয়তি ও আধ্যাত্মিক তাহরীক।
- বিদেশে ৩১১টি মসজিদ নির্মাণ।
- ৪৬টি দেশে আহমদীয়া মিশন স্থাপন।
- ১৬৪ জন জীবন উৎসর্গকারীদের দ্বারা তবলীগের কাজ সম্পাদন।
- ১৬টি ভাষায় কুরআন করীমের প্রচার।
- ২৪টি দেশে ৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- ২৮টি ধর্মীয় মাদ্রাসা ও ১৭টি হাসপাতাল স্থাপন।
- প্রায় ৪০টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ।
- হুযূর (রাঃ) স্বয়ং ২৫৫ খানা পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।
- ১০ হাজার পৃষ্ঠায় কুরআনী তফসীর প্রণয়ন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর তাহরীকসমূহ ঃ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

নভেম্বর ঃ অবৈতনিক মুরব্বীদের জন্যে তাহরীকে।

ডিসেম্বর ঃ মহিলাদের দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্যে ফান্ড সংগ্রহের তাহরীক।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ

ডিসেম্বর ৭ ঃ তাহরীকে ওয়াকফে জিন্দেগী।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ

মে ঃ কুরআনের হিফয (মুখস্ত) করার তাহরীক।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ৭ ঃ শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদের তাহরীক।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ

ফেব্রুয়ারী ১৩ ঃ আহমদীয়তের প্রচারের বিশেষ তাহরীক।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ঃ এতীম শিশু ও মহিলাদের দেখাশুনার ব্যবস্থা করার তাহরীক। বিশেষ সীরাতুন্নবী (সঃ)-এর জলসা করার তাহরীক।

ডিসেম্বর ঃ ঘরে ঘরে দরস প্রবর্তন করার তাহরীক। মহিলাগণের শিক্ষার তাহরীক। কুরআনের জিহাদের তাহরীক।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ

নফল রোযা রাখার তাহরীক।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার রীতি অবলম্বন করার তাহরীক।

বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের তাহরীক। শিল্প কারখানার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার তাহরীক। মহিলাদের মধ্যে বীরত্ব সৃষ্টি করার বিশেষ তাহরীক। মুসলিমদের কনফারেন্স করার তাহরীক।

ফেব্রুয়ারী ৫ ঃ কাশ্মীর বাসীদের জীবন ও প্রাণ উৎসর্গ করার জোর তাহরীক।

ডিসেম্বর ঃ কাদিয়ানে বাড়ী নির্মাণের তাহরীক।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৮ ঃ আহমদীয়তের বাণী পৌছানোর জোর তাহরীক। সংশোধনের তাহরীক।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ

উর্দূ শেখার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি পাঠ করার তাহরীক।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৪ ঃ আহমদীদের তরবীয়তের জন্যে তাহরীকে সালেহীন (ভক্তগণ)।

নভেম্বর ২৩ ঃ তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ

বিশ্ব যুদ্ধের সংবাদ ও বিশেষ দোয়ার তাহরীক।

নভেম্বর ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের রেওয়ায়াতগুলো সংরক্ষণের তাহরীক।

ডিসেম্বর ঃ স্থায়ীভাবে ওয়াকফের তাহরীক।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

গয়ের মুবায়েঈনদের মধ্যে তবলীগের তাহরীক।

মার্চ ২৯ ঃ মসীহ্ (আঃ)-এর সাহাবীরা যেন আহমদীয়তের প্রচারে উৎসাহ দেখান।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

মে ২২ ঃ কাদিয়ানের গরীবদের জন্যে গমের তাহরীক।

জুন ২৬ ঃ পবিত্র স্থানসমূহের হেফাযতের জন্যে দোয়ার তাহরীক।

জুলাই ঃ আহমদী যুবকরা যেন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়।

সেপ্টেম্বর ১৫ ঃ বিদেশের মুবাল্লিগদের জন্যে দোয়ার তাহরীক।

সেপ্টেম্বর ঃ মুবাল্লিগদের বিশেষ যিক্‌রে ইলাহীর তাহরীক।

অক্টোবর ৬ ঃ হিন্দুস্থানে তবলীগের বিশেষ তাহরীক।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ

অক্টোবর ঃ তবলীগের বিশেষ তাহরীক ও বাহাস (বিতর্ক)-এর নিষেধাজ্ঞা।

দেহাতী (গ্রাম্য) মুবাল্লিগদের ওয়াকফে জীন্দেগীর তাহরীক।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবার কর্তৃক বিশেষ ওয়াকফের তাহরীক।

মার্চ ১০ ঃ সম্পত্তির ওয়াকফের তাহরীক।

মার্চ ২৪ ঃ ওয়াকফে জিন্দেগীর ব্যাপক তাহরীক।

মার্চ ঃ তা'লীমুল ইসলাম কলেজের জন্যে দেড় লাখ টাকার তাহরীক।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পন্ডিত সৃষ্টির তাহরীক।

এপ্রিল ২৪ ঃ হাফেয সৃষ্টির তাহরীক।

মে ঃ স্বেচ্ছাভিত্তিক তবলীগের প্রেরণা সৃষ্টির তাহরীক।

মে ঃ তসবীহ্, তাহমীদ ও দুরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক।

মে ঃ মহিলাদের সংশোধনের ইলহামী তাহরীক।

মে ৩০ ঃ ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াবার তাহরীক।

জুন ২৩ ঃ বিনা ব্যতিক্রমে যুবকদের তাহাজ্জুদ নামায পড়ার তাহরীক।

জুলাই ৪ ঃ তাহরীকে হিলফুল ফুযূল।

জুলাই ঃ হিন্দুস্থানে সত্য প্রচারের ৭টি কেন্দ্রের তাহরীক।

আগষ্ট ঃ স্ত্রীদের সাথে ন্যায়-বিচার করার তাহরীক।

অক্টোবর ২০ ঃ বিখ্যাত ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও সাহিত্য সৃষ্টির তাহরীক।

ডিসেম্বর ২১ ঃ কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের তাহরীক।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীগণের কাছ থেকে জামাতের উপকৃত হওয়ার তাহরীক।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ

অক্টোবর ১৯ ঃ জামাতে উচ্চ শিক্ষা ব্যাপকতর করার পরিকল্পনা গ্রহণ। পারিবারিক ওয়াকফের তাহরীক।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ

মুসলিম আলেমগণের জন্যে বিশেষ দোয়ার তাহরীক।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ

ফেব্রুয়ারী ঃ কেন্দ্রের হেফাযতের জন্য আর্থিক কুরবানী, রোযা ও দোয়ার বিশেষ তাহরীক। আহমদীয়া মুহাজিরদের জন্যে কম্বল, লেপ ও তোষকের তাহরীক।

অক্টোবর ঃ আহমদীদের হেফাযতি কৌশল শিখবার নির্দেশ।

অক্টোবর ১২ ঃ যিক্‌রে ইলাহীর তাহরীক। ইন্দোনেশিয়া ইথিওপিয়া ও সৌদী আরবের সাথে দৌত্য সম্পর্ক স্থাপন করার তাহরীক। ধর্মের প্রচারের জন্যে দরবেশের রং সৃষ্টির দিক-নির্দেশনা।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ

ফ্রিম্যামসন্‌বাদের বিপর্যয় মোকাবেলার জন্যে শক্তিশালী তাহরীক।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ২৯ ঃ কুরআনের উর্দূ অনুবাদ শেখার জোর তাহরীক।

নভেম্বর ১৮ ঃ কপট স্বভাবসম্পন্ন লোকদের সংশোধনের তাহরীক।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ

তবলীগের জন্যে নতুন সাহিত্যাদি রচনার নির্দেশ।

মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার প্রস্তুতির জোর তাগিদ।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দ

ফেব্রুয়ারী ২ ঃ দোয়ার সাধনার বিশেষ নির্দেশ।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ আত্ম সমালোচনার তাহরীক।

ফেব্রুয়ারী ঃ জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার তাহরীক। ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাহরীক। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও দোয়ার তাহরীক।

জুলাই ৪ ঃ নামায ও ধর্মের ওপরে জোর তাহরীক।

আগষ্ট ঃ মসজিদকে আল্লাহ্‌র স্মরণের আতর দ্বারা অভিসিক্ত করার তাহরীক।

সেপ্টেম্বর ১ ঃ হজ্জ করার তাহরীক। পাকিস্তানের সেবা করার বিশেষ তাহরীক।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ

সাতটি (নফল) রোযা রাখার তাহরীক। সত্যবাদিতা অবলম্বনের তাহরীক।

সেপ্টেম্বর ৬ ঃ তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করার তাহরীক।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ

অক্টোবর ২২ ঃ পাকিস্তানের জন্যে দোয়ার তাহরীক।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ২৮ ঃ জামেয়ার পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শাহেদগণ কর্তৃক নতুন যুগের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনানুযায়ী সাহিত্যাদি প্রণয়নের তাহরীক।

ফেব্রুয়ারী ৮ ঃ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জন্য ওয়াকেফীনের তাহরীক। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিভিন্ন মুসলিম ফির্কার মধ্যে তবলীগের জোর তাগিদ।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) পবিত্র তাবারক সমূহের হেফাযতের নির্দেশ। আমেরিকায় ওসীয়্যতের নেযামের প্রবর্তনের জোর তাহরীক।

মার্চ ঃ কাদিয়ানের জন্যে ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ১০ ঃ ওয়াকফে জাদীদের তাহ্রীক।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালনের তাহরীক।

জুলাই ঃ আহমদী যুবকদের মধ্যে উত্তম চরিত্র সৃষ্টির তাহরীক।

আগষ্ট ২৯ ঃ সিনেমার বিরুদ্ধে প্রভাব সৃষ্টিকারী আওয়াজ।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দ

নভেম্বর ১৬ ঃ একটি নতুন ইলহামী দোয়া পাঠের তাহরীক।

মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মিশন প্রতিষ্ঠিত।

এপ্রিল ১৯১৪ ঃ ইংল্যান্ড
১৪ মার্চ, ১৯১৫ ঃ শ্রীলঙ্কা
১৫ জুন, ১৯১৫ ঃ মরিশাস
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ ঃ আমেরিকা
১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ ঃ সিয়েরালিওন
২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ ঃ ঘানা
৮ এপ্রিল, ঃ নাইজেরিয়া
১৯২১ ঃ বুখারা
১৯২২ ঃ মিশর
ডিসেম্বর, ১৯২৩ ঃ জার্মানী
১৯২৪ ঃ ইরান
১৭ জুলাই, ১৯২৫ ঃ সিরিয়া
সেপ্টেম্বর ১৯২৫ ঃ সুমাত্রা
১৯২৮ ঃ প্যালেস্টাইন
২০ ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৩১ ঃ জাভা
২৭ নভেম্বর, ১৯৩৪ ঃ গিয়েনা
২ মার্চ, ১৯৩৫ ঃ ইয়ানমার (বার্মা)
১৯৩৫ ঃ সিঙ্গাপুর, মালয়
২৭, মে ১৯৩৫ ঃ হংকং
৪ জুন, ১৯৩৫ ঃ জাপান
১০ মার্চ, ১৯৩৬ ঃ স্পেন
১৯৩৬ ঃ হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড।
১৯৩৭ ঃ ইটালী
জানুয়ারী, ১৯৩৮ ঃ চেকোশ্লাভাকিয়া
১৭ মে, ১৯৪৬ ঃ ফ্রান্স
১৯৪৬ ঃ সিসিলি
১৯ আগস্ট, ১৯৬৬ ঃ এডেন
১৩ অক্টোবর, ১৯৪৬ ঃ সুইজারল্যান্ড
মার্চ ১৯৪৭ ঃ বোর্নিও
২ জুলাই, ১৯৪৭ ঃ হল্যান্ড
৩ মার্চ, ১৯৪৮ ঃ জর্দান
২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ঃ মস্কত
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ঃ গ্লাসগো
২৭ আগস্ট, ১৯৪৯ ঃ লেবানন
১৯৫০ ঃ টিনিদাদ
১৯৫৬ ঃ ডাচ গিয়েনা
৩ জানুয়ারী, ১৯৫৬ ঃ লাইবেরিয়া
মাঝামাঝি ১৯৫৬ ঃ স্ক্যান্ডেনেভিয়া
১২ অক্টোবর, ১৯৬০ ঃ ফিজি
১৯৬১ ঃ আইভরিকোষ্ট, গেম্বিয়া
১৯৬২ ঃ টোগোল্যান্ড

পত্র-পত্রিকা

মার্চ, ১৯০৬ ঃ তশহিযুল আযহান (খলীফার পদে সমাসীন হওয়ার পূর্বে)
১৯ জুন, ১৯১৩ ঃ আল ফযলের যাত্রা
১-৭ অক্টোবর, ১৯১৫ ঃ পত্রিকা 'ফারুক'
জুন, ১৯১৬ ঃ পত্রিকা 'সাদেক'
১৯১৬ ঃ The Message (শ্রীলঙ্কা)
২৬ মে, ১৯২৬ ঃ আহমদীয়া গেজেট কাদিয়ান
ডিসেম্বর ১৯২৬ ঃ সানরাইজ
১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬ ঃ মিসবাহ্, কাদিয়ান
এপ্রিল ১৯৩০ ঃ জামেয়া আহমদীয়া পত্রিকা
১৯৩০ ঃ তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল ম্যাগাজিন
১৯৩০ ঃ ইসলামী দুনিয়া, কায়রো
৪ আগস্ট, ১৯৩৪ ঃ 'ইসলাম' পত্রিকা, শ্রীনগর
১ মে, ১৯৩৫ ঃ 'আল বুশরা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা (হায়দরাবাদ)
১৯৩৫ ঃ মুসলিম টাইমস্, লন্ডন
১৯৩৫ ঃ ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আল ইসলাম', লন্ডন
১৯৩৬ ঃ 'মিনপযরী' বা 'মানগো', পূর্ব আফ্রিকা
১৯৩৬ ঃ তা'লীমুদ্দীন, কাদিয়ান
১৯৩৬ ঃ 'আল্ মাহদী', পূর্ব আফ্রিকা
১৯৪২ ঃ মাসিক 'ফুরকান', কাদিয়ান
১৯৪৯ ঃ আল্ ইসলাম, সুইজারল্যান্ড
১৯৪৯ ঃ আল্ রহমত পত্রিকা, লাহোর
১৯৫০ ঃ আল মানার, তা'লীমুল ইসলাম কলেজ
আগষ্ট, ১৯৫০ ঃ মুসলিম হেরাল্ড, গ্লাসগো
১৯৫১ ঃ আত্ তাবলীগ, রাবওয়া
১৯৫১ মাঝামাঝি ঃ আল্ ফুরকান
সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ ঃ দরবেশ, কাদিয়ান
অক্টোবর, ১৯৫২ ঃ খালেদ
১৯৫৩ ঃ আল মুসলেহ্, করাচী থেকে রীতিমত প্রকাশিত
১৯৫৪ ঃ Peace বোর্নিও
১৯৫৫ ঃ 'আসহাবে আহমদ' পত্রিকা
১৯৫৫ ঃ আফ্রিকান গেজেট
১৯৫৫ ঃ ইষ্ট আফ্রিকান টাইমস্, পূর্ব আফ্রিকা
১৯৫৮ ঃ স্যুভেনীর, করাচী
১৯৫৯ ঃ আল ইসলাম, হল্যান্ড
১৯৫৯ ঃ মাসিক 'এক্টো ইসলাম'
১৯৬০ ঃ মাসিক আনসারুল্লাহ্
১৯৬১ ঃ আহমদীয়া গেজেট, সুইজারল্যান্ড
আগষ্ট, ১৯৬৫ ঃ তাহরীকে জাদীদ
১৯৫৯ ঃ জামেয়া আহমদীয়া

বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, বিভাগ

১২ এপ্রিল, ১৯১৪ ঃ আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে দীন -এর ভিত্তি
১৫-১৬ এপ্রিল, ১৯২২ ঃ মজলিসে শূরার প্রবর্তন
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রতিষ্ঠা
১ মে, ১৯২৬ ঃ দারুশ্ শুইউখ-এর ভিত্তি
২০ মে, ১৯২৮ ঃ জামেয়া আহমদীয়ার ভিত্তি
১৯৩৫ ঃ তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং স্থাপন
৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৮ ঃ খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ ঃ মজলিসে নাসেরাতুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা
২৬ জুলাই, ১৯৪০ ঃ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা
১৯৪০ ঃ ইফতা কমিটি প্রতিষ্ঠা
২১ মে, ১৯৪৪ ঃ ফযলে উমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট স্থাপন
২৬ মে, ১৯৪৪ ঃ ফযলে উমর হাসপাতাল স্থাপন
১৯৪৫ ঃ তা'লীমুল ইসলাম রিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ঃ তা'লীমুল ইসলাম কলেজে ধর্মীয় ও বিজ্ঞান মজলিস প্রতিষ্ঠা
১১ অক্টোবর, ১৯৪৮ ঃ রাবওয়াতে ছায়া সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া ও তাহরীকে জাদীদ প্রতিষ্ঠা
১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ঃ জামেয়াতুল মুবাশ্শিরীন প্রতিষ্ঠা
২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ ঃ আশ্ শিরকাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা
২০ এপ্রিল, ১৯৫৩ ঃ ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়নস্ পাবলিকেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা
মে, ১৯৫২ ঃ খেলাফত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা
১৯৫৭ ঃ ইদারাতুল মুসান্নেফীন (লেখক সংঘ) প্রতিষ্ঠা

গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ভিত্তিস্থাপন বা উদ্বোধন

১২ এপ্রিল, ১৯২৪ ঃ মসজিদ ফযল লন্ডন-এর ভিত্তি স্থাপন
১৭ মার্চ, ১৯২৫ ঃ মাদ্রাসাতুল খাওয়াতীন, কাদিয়ান-এর ভিত্তি স্থাপন
২২ মে, ১৯২৬ ঃ কসরে খেলাফত (খলীফার ভবন)-এর ভিত্তি স্থাপন
২০ মে, ১৯২৮ ঃ কাদিয়ানের জামেয়া আহমদীয়া ভবন উদ্বোধন
এপ্রিল, ১৯৩২ ঃ কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ভবনের উদ্বোধন
১৯৪২ ঃ কাদিয়ানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দপ্তরের ভিত্তি স্থাপন
৪ জানুয়ারী, ১৯৪৪ ঃ কাদিয়ানে তা'লীমুল ইসলাম কলেজের প্রতিষ্ঠা
মে ১৯৫০ ঃ রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদের স্থায়ী দপ্তরের ভিত্তি স্থাপন
৩ অক্টোবর, ১৯৫০ ঃ রাবওয়ায় মসজিদ মোবারক-এর ভিত্তি স্থাপন
৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঃ রাবওয়াতে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দপ্তরের ভিত্তি স্থাপন
৫ এপ্রিল, ১৯৫২ ঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দপ্তরের উদ্বোধন
২৫ জুন, ১৯৫৩ ঃ ফযলে উমর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের উদ্বোধন
২৬ জুন ১৯৫৩ ঃ রাবওয়াতে তালীমুল ইসলাম কলেজ ও এর হোস্টেলের ভিত্তি স্থাপন।
১৯ নভেম্বর, ১৯৫৩ ঃ সদর আঞ্জুমান ও তাহরীকে জাদীদের দপ্তরের উদ্বোধন।
১৯৫৬ ঃ আনসারুল্লাহ্র দপ্তর, ফযলে উমর হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন।

(দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া ১৫-২-১৯৯৯ থেকে সংকলিত ও অনূদিত)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অভূতপূর্ব সফলতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৮তম সালানা জলসা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৩দিন ব্যাপী ৭৮তম সালানা জলসা ফেব্রুয়ারী ৬-৯, ২০০২ রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার অভূতপূর্ব সফলতার সাথে ঢাকাস্থ ৪ বকশীবাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। ৬-২-২০০২ তারিখ বেলা ২-৩০ মিঃ ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বব্যাপী জামাতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেন এবং দোয়া করান। এর আগে কুরআন তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ ও নযম পেশ করেন কাযী আব্দুস শাকুর। এ অধিবেশনে **মহান আল্লাহ্‌তাআলার রবুবিয়্যত ও রহমানীয়্যত, মহানবী (সঃ)-এর জীবনাদর্শ ও আহমদীর পরিচয়** বিষয়ে যথাক্রমে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মাওলানা সালেহ আহমদ ও মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

৭-২-২০০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তারেক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ও মোহতরম আফজল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা জামাত। কুরআন তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে হাফেয আবুল খায়ের ও হাফেয মনসুর আহমদ। নযম পেশ করেন যথাক্রমে সর্বজনাব সুলতান আহমদ, তৌফিক আহমদ, এস এম রহমতুল্লাহ্‌, ও ইব্রায়েতুল হাসান। **দোয়ার তাৎপর্য ও তরবীয়তে আওলাদ, ইসলামে নারীর গুরুত্ব, বিবাহ ও সামাজিক আচার, যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রচলিত জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ, যিকরে হাবীব সীরাতুল মাহ্‌দী (আঃ), বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও ইসলামের আদর্শ ও একই ধর্ম যুগে যুগে** বিষয়ের ওপরে যথাক্রমে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহ্‌মুদ আনোয়ার, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মাহবুবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা বশীরুর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী ও আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবান।

৮-২-২০০২ তারিখ চতুর্থ ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। দু'টো অধিবেশনে যথাক্রমে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন মাওলানা বেলাল আহমদ, হাফেয কারী মাওলানা মুজিবুর রহমান, সর্বজনাব পানাউল্লাহ্‌, এহসানুল হাবীব জয়, আব্দুল ওয়াদুদ ও এস, এম, মাহমুদুল হক। **ওয়াকফে নও ও আমাদের দায়িত্ব মালী কুরবানী, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কতিপয় সুসংবাদ ও সতর্ককারী ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়ত, ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ** বিষয়গুলোর ওপরে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্‌, এ, কে রেজাউল করীম, মাওলানা সালেহ আহমদ, শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবান। এর পরে চেয়ারম্যান জলসা কমিটি মীর মোবাশ্বের আলী বিভিন্ন দেশের আমীর সাহেবানের বাণী পাঠ করে শুনান। সেক্রেটারী জলসা কমিটি বিভিন্ন এলান ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সমাপ্তি ভাষণ দেন ও হুযূর (আইঃ)-এ প্রতিনিধির দোয়া করানোর মাধ্যমে ৭৮তম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘটে।

এ জলসায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ৪,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। জলসার সময় ৬টি বিয়ে সম্পন্ন হয় ও ১০৭ জন খোদা প্রেমিক বয়াত করে এ পবিত্র সেলসেলায় দাখিল হন।

-নির্বাহী সম্পাদক

সালানা জলসা উপলক্ষ্যে হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, নাযের আ'লা কাদিয়ান-এর বাণী

আমি ইহা জেনে অত্যধিক আনন্দিত হ'লাম যে, জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশ তাদের ৭৮তম সালানা জলসা ৬, ৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদযাপন করতে যাচ্ছে এবং এ শুভ উপলক্ষ্যে জামাতের উত্তম চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাসমূহ সম্বলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ বরকতপূর্ণ জলসাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে যে নিমন্ত্রণ

প্রদান করেছেন তার জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, কতক কার্য-ব্যস্ততা ও গুরুত্বপূর্ণ কারণে অপারগতা হেতু জলসাতে যোগদান করতে পারবো না; আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে এ নিমন্ত্রণের উত্তম পুরস্কার দান করুন।

সাইয়্যেদনা হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামতো ওয়াস সালাম জামাতে আহমদীয়ার এই লিল্লাহী সালানা জলসার সূচনা ১৮৯১ সালে পরম দারিদ্র ও সম্বলহীন এবং কঠোর বিরোধিতাও বিরূপ অবস্থার ভিতর দিয়ে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর বুনিয়াদি ইট স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা নিজ হাতে স্থাপন করেছেন। আজ যখন জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একশ' বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে তখন ঐশী সাহায্য ও স্বর্গীয় আশীষসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ এই আধ্যাত্মিক জলসাও স্বীয় ব্যাপকতা ও প্রসারের ক্ষেত্রে অপূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষের পথ অতিক্রম করেছে; আর এখন কাদিয়ানের এই জলসার শাখা-প্রশাখা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মহাদেশসমূহে বড় শান ও শওকতের সাথে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যগণ এবং অপরাপর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বন্ধুগণ একদিকে ঐশী ও স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হচ্ছেন এবং অপরদিকে সাইয়্যেদনা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস্ সালামের বরকতপূর্ণ লঙ্গর দ্বারা তাঁরা পূর্ণ মাত্রায় উপকৃত হচ্ছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! এটা আল্লাহ্‌তাআলার অসীম অনুগ্রহ যে, সাইয়্যেদনা হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়াদাহুল্লাহো-তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের বরকতপূর্ণ খেলাফতকালে গোটা দুনিয়ার প্রায় সকল আহমদী দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র পবিত্র দায়িত্ব পালনে রাতদিন ব্যতিব্যস্ত আছেন; যদিও বাংলাদেশের ভাইয়েরাও হুযূরের এ আওয়াযের উপর লাব্বায়েক বলছেন, তথাপি কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাবো যে, এ সালানা জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক আহমদী যেন তার প্রিয় প্রভুর আওয়াযে লাব্বায়েক বলতে বলতে নিজের সকল যোগ্যতা এ পথে উৎসর্গ করে দেন; এটাই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটাই স্বস্তিপ্রাপ্ত আত্মা লাভ করার প্রকৃত উপায়।

প্রিয় ভাইয়েরা! বর্তমানে বড় দ্রুত বেগে দুনিয়ার অবস্থা বদলে যাচ্ছে। দুনিয়া এখন বাধ্য হচ্ছে, সেই আওয়াযের উপর লাব্বায়েক বলতে যা আজ হ'তে এক শত বছর পূর্বে সাইয়্যেদনা হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌সালাম আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে উত্তোলন করেছিলেন এবং দুনিয়াবাসী আজ একথা মানতে বাধ্য হচ্ছে এমন তরবারির জেহাদ শেষ এবং কলমের জেহাদ পূর্ণ উদ্যমের সাথে জারী হয়েছে। এমন আশাব্যঞ্জক পরিবেশে আমাদের একান্ত কর্তব্য আমরা পরম প্রজ্ঞা ও হিকমত এবং সদুপদেশের সাথে আমাদের লেখনী ও যুক্তির জেহাদের মাধ্যমে মানব জাতির অন্তরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য জয় করি এবং তাদের মাথাকে স্বীয় স্রষ্টা ও প্রভুর সমীপে প্রণত করিয়ে দেই। একাজ আল্লাহ্‌র তৌফীকে হবে, এবং পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কাছেই ন্যস্ত থাকলো। এখন এখানেই বিদায় নিলাম, ওয়াসসালাম।

স্বাক্ষরিত- মির্যা ওয়াসীম আহমদ
নায়েরে আ'লা কাদিয়ান

অনুবাদ- আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
মুরব্বী সিলসিলাহ

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৭৮তম সালানা জলসার খবরা-খবর

ফুলদানী

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(৫ম কিস্তি)

সন্তান ঃ বাকী মুসলমানদের ওপরেও কি নির্যাতন চলছিলো?

মাঃ কঠোরতা বাড়তে ছিলো। কিন্তু খোদাতাআলাও নিজের শক্তি ও মহিমার দৃশ্যাবলী দেখানো আরম্ভ করেছিলেন। নবুওতের ষষ্ঠ বছরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) ঈমান আনেন। এখন তো মক্কার কাফিররা আরও ফুসে উঠলো। তারা আর একবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ধন-দৌলত, সম্মান ও নেতৃত্বের লোভ দেখায়। কিন্তু তাঁর (সঃ) জবাব সেটাই ছিলো যে, আমি এ কাজকে ছাড়তে পারি না। কুরায়েশের সর্দাররা ক্লান্ত হয়ে আরও একবার লোভ দেখালো। আর বল্লো, এমনই না হয় করো যে, কখনও তুমি আমাদের মূর্তিকে পূজা করো আর কখনও আমরা তোমার খোদাকে সিজদা করে নিবো। তিনি (সঃ) খুবই ভালবাসার সাথে বুঝালেন- এ সম্ভব নয়। আমাদের মনেই সায় দেবে না তো কি করে উপাসনা করবো? এ উপলক্ষ্যে সূরাতুল কাফিরূন নাযেল হয়।

সন্তান ঃ তখন তো তারা সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়ে থাকবে।

মা ঃ নৈরাশ্যের মধ্যে তারা কঠিন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো আর বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব থেকে মুহাম্মদ (সঃ)-কে পৃথক করতে না পারার কারণে প্রত্যেক প্রকার সম্পর্ক, লেন-দেন ও ব্যবসায় - বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার ফয়সালা করে। নবুওয়তের ৭ম বছরে মুহাররম মাসে কুরায়েশ সর্দারদের স্বাক্ষরে একটি চুক্তি লিখে কা'বার ঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এর আলোকে উভয় গোত্র শি'বে আবী তালিব নামক স্থানে নির্বাসিত-বন্দী হয়ে থাকলো। সেখানে খাবার ও পান করবার কোন কিছুই যেতে পারতো না। কেবল হজ্জের দিনগুলোতে মুসলমানরা বাইরে আসতে পারতেন। ঐ দিনগুলোতে তিনি (সঃ) ঘুরে ফিরে গোত্রের মধ্যে তবলীগ করতেন। তিন বছর পর্যন্ত এ নির্যাতন অব্যাহত ছিলো। পরিশেষে খোদাতাআলা প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বল্লেন, চুক্তিপত্রের আল্লাহ্ শব্দ ব্যতিরেকে সব লেখাই উঁই পোকা খেয়ে ফেলেছে। তিনি (সঃ) হযরত আবূ তালিবকে বল্লেন, আল্লাহ্তাআলা এ সংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবূ তালিবের আদেশে দেখা গেলো যে, কথা ঠিকই। চুক্তি পত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনিভাবে এ নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু ধারাবাহিক দুঃখ-কষ্টের কারণে এ বছরেই অর্থাৎ ১০ নবুবী সনে তাঁর (সঃ) প্রিয় মহিষী হযরত খদীজা (রাঃ) ও আদর সোহাগকারী পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিব আল্লাহ্র কাছে চলে গেলেন। এ কারণেই একে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলা হয়।

সন্তান ঃ এখন তো প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) একা হয়ে গেলেন। বাইরে এসে কি তবলীগে প্রসার ঘটলো?

মা ঃ তিনি (সঃ) মক্কার বাইরের এলাকাগুলোতে তীব্র গতিতে তবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তিনি (সঃ) হযরত যায়েদ বিন হারিসের সাথে তায়েফ উপত্যকায় যান। তাদের সর্দারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সর্দারদের দুর্ভাগ্যের এক শেষ হলো। তারা তো বেশ বাড়াবাড়ি করলো। প্রথমে তো তাকে বসতি থেকে বের করে দেয়া হলো। পরে টোকাইদের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। তারা পাথর বর্ষণ করে করে তাঁর (সঃ) পবিত্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো। সব শেষে তিনি (সঃ) তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে উতবা বিন রবিয়্যার বাগানে আশ্রয় নেন। তিনি একটি নদীর কিনারে তাঁর রক্তাক্ত পা ধৌত করছিলেন। সেখানে পাহাড়ের ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হলেন আর বল্লেন, যদি আপনি বলেন, তাহলে এ দুটো পাহাড়ই পরস্পরের সাথে টক্কর লাগিয়ে সারাটা জাতিকে ধ্বংস করে দিই। কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন আর বল্লেন, আমি এ উপত্যকা থেকে ইসলামের সূর্যোদয় দেখতে পাচ্ছি।

সন্তান ঃ এর পরে কী হলো?

মা ঃ তিনি (সঃ) মক্কার নিকটবর্তী কয়েকটি এলাকায় চলে যেতেন এবং মেলা, জনসমাবেশ প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে তবলীগ করতেন। যদি কোন ভ্রমণকারী মক্কায় আসতেন তাহলে তিনি তাকেও ইসলামের বাণী শুনাতেন। এ দিনগুলোতেই দোস গোত্রের নেতাকে তবলীগ করলেন। আর তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। ১২ নবুবী সনে তাঁকে (সঃ) আকাশ ভ্রমণ করানো হয়। এ ঘটনাকে মি'রাজ বলা হয়। কুরআন পাকের সূরাতুন্নাজমে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ৫ ওয়াক্তের নামায ফরয নির্ধারিত হয়। ১৩ নবুবী সনে দ্বিতীয় বার বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়। সেখানে (সঃ) সকল নবী (আঃ)-দের নিয়ে নামায পড়ান। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনের সূরাতু বনী ইসরাঈলে রয়েছে।

সন্তান ঃ এভাবেই আল্লাহ্তাআলা প্রিয় নবী (সঃ) এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা বিশ্বে জানিয়ে দেন।

মা ঃ সুবহানাল্লাহ্! তুমি তো বেশ বুঝে গেছো! ১১ নবুবী সনে তিনি (সঃ) ইয়াসরীব (যাকে পরে মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর বলা হয়)-এর খযরজ গোত্রের ৬ ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। তারা সবাই ঈমান নিয়ে আসেন আর ফিরে গিয়ে ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন।

সন্তান ঃ মদীনার লোকেরা কি এ দাওয়াত গ্রহণ করেন?

মা ঃ জ্বী বাবা, মদীনা সেই শহর যা ইসলামকে গ্রহণ করে। পরবর্তী বছর হজ্জ উপলক্ষ্যে আওস ও খযরয-এর ১২ ব্যক্তি আসেন। তারা বল্লেন, সারা মদীনায় ইসলামের চর্চা হচ্ছিলো। মদীনা থেকে আগমনকারীদেরকে আকাবা নামক স্থানে পাহাড়ী ঘাঁটিতে বয়াত নেন। এজন্যে ইহাকে আকাবার প্রথম বয়াত বলা হয়। মদীনাবাসীদের ফরমায়েশ অনুযায়ী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)-কে মুবাল্লিগ হিসেবে রওয়ানা করিয়ে দেন। ঐসব দিনেই জুমুআর বা-জামাত নামায আরম্ভ হয়। হযরত আসআদ বিন যারারাহ্-এর ঘরে একটি তবলীগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনায় তীব্র বেগে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও পুরো গোষ্ঠীর লোক একদিনে মুসলমান হয়ে যায়। এদের মধ্যে বনূ আব্দ আশ্হাল এর গোত্রও ছিলো।

সন্তান ঃ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লাম কতটা খুশী হয়েছিলেন?

মা ঃ জ্বী বাবা, তিনি অনেক খুশী হয়েছিলেন। ১৩ নবুবী সনে হজ্জ উপলক্ষ্যে ২০ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার নিয়্যত করে আসেন। অধিক রাত্রে আকাবা উপত্যকায় সমবেত হন। তাঁর (সঃ) সাথে তাঁর (সঃ) চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন। কথাবার্তার মধ্যিখানে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার কথাও উঠলো। হযরত বরা' বিন মা'রূর (রাঃ) সম্মানিত বুযূর্গ আনসারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের কাছে কিছু শুনতে চাই। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(ষষ্ঠ কিস্তি)

সিজদাহ্‌র অবস্থায় দোয়া

♦ হযরত হুযায়ফাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সিজদাহ্‌তে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

(সুবহানা রব্বিয়াল আলা- তিরমিযী, কিতাবুস্ সলাত) পাঠ করতেন (অর্থ ঃ পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি উচ্চ)।

♦ হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত। এক রাত্রে আমার পালায় হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে অস্থির হলাম। অন্ধকারে এদিক সেদিক খুঁজে তাঁকে) সিজদাহতে এ দোয়া করতে পেলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু- নিসাঈ, কিতাবুল ইফতিতাহ্)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপ আমাকে ক্ষমা করে দাও।

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সিজদাহ্‌তে এ দোয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ ،دِقَّهُ وَجِلَّهُ ،وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ،وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ-

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যানবী কুল্লাহু - দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া 'আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু - আবূ দাউদ, কিতাবুস সলাত)।

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার সব পাপ ক্ষমা করে দাও- ছোট, বড়, আগের, পরের, প্রকাশ্য ও গোপন (সকল পাপ ক্ষমা করে দাও)।

♦ হযরত মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম রাতের তাহাজ্জদ নামাযের সিজদাহ্‌তে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ،وَبِكَ اٰمَنْتُ ،وَلَكَ اَسْلَمْتُ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ ،سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

(مسلم كتاب صلوة المسافرين)

আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাক্বহু ওয়া সাওওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু তাবারকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন- মুসলিম,কিতাবুস্ সলাত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার উদ্দেশ্যে আমি সিজদাহ্ করেছি আর তোমার ওপরে আমি ঈমান এনেছি এবং তোমারই আনুগত্য করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু-প্রতিপালক। আমার মুখমন্ডল ঐ সত্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত রয়েছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন, কান ও চোখ দিয়েছেন। বড়ই কল্যাণের অধিকারী আল্লাহ্ সবচে' উত্তম সৃষ্টিকর্তা।

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। এক রাত্রে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদে পৌছি তখন তিনি সিজদাহ্‌তে ছিলেন। পা মাটিতে সোজাসুজি বিছানো ছিলো। আর তিনি এ দোয়া করছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ ،وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ،وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ ،لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ- (ابوداؤد كتاب الصلوة)

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিযাকা মিন সুখত্বিকা ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন উক্‌বাতিকা ওয়া আ'উযুবিকা মিনকা লা উহ্‌সী সানায়ান 'আলায়কা আন্‌তা কামা আসনায়তা 'আলা নাফাসিকা - আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে আসছি। আর তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে আসছি আর আমি তোমার কাছে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসাসমূহ গণনা করতে পারছি না। তুমি তেমনই যেমন তুমি স্বয়ং নিজের সত্তার প্রশংসা করেছো।

দুই সিজদাহের মাঝে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সিজদাহ্‌গুলোর মাঝে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ -

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী- ইবনে মাজাহ্, 'আস্ সালাওয়াত' ওয়া হাকেম ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬২-২৭১।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি অনুগ্রহ করো ও আমাকে হেদায়াত দাও। আর আমাকে সুস্থ রাখো ও আমার অবস্থা শুধরে দাও এবং আমাকে রিযিক দান করো আর আমাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করো।

তাশাহ্‌হুদের দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন। আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায পড়তেছিলাম। আমরা বললাম, আল্লাহ্‌র ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, আল্লাহ্ তো স্বয়ং 'সালাম' অর্থাৎ সালামের উৎস। যখন তোমরা নামাযে বৈঠক অবস্থায় থাকো তখন এ দোয়া পাঠ করো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ- (بخاری كتاب الصلوة)

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু আস্‌সালামু 'আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু - বুখারী কিতাবুস্ সলাত)

অর্থ ঃ সব রকমের তোহ্‌ফা (উপহার) আল্লাহ্‌র জন্যে আর সব রকমের ইবাদত ও পবিত্র উত্তম (প্রশংসা)-ও তাঁর জন্যে। সালাম-শান্তি হোক হে নবী! তোমার ওপরে, আল্লাহ্‌র ও অনুগ্রহ হোক তোমার ওপর, শান্তি হোক আমাদের ওপরে এবং আল্লাহ্‌র সব পুণ্যবান বান্দার ওপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'আল্ ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন-এর সাথে পাক্ষিক আহমদীর

একটি সাক্ষাৎকার

যে সমস্ত ইউরোপিয়ান মুসলমান আহমদীয়তের অগ্রযাত্রায় তাঁদের অসাধারণ খেদমতের কারণে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হুযূর (আইঃ)-এর একান্ত স্নেহভাজন, হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'আল্ ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন তাদের মধ্যে অন্যতম। অত্যন্ত নেক, খোদা-ভীরু, আশেকে রসূল (সঃ) এই শুভ্র দাড়ী, নূরানী চেহারার বিনয়ী মানুষটির সঙ্গে আলাপ -চারিতার কিছু অংশ আমাদের সম্মানীত পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই ঃ

পাক্ষিক আহমদী ঃ দয়া করে আপনার পারিবারিক পটভূমি দিয়ে শুরু করবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ! আমার নাম আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন। ১৯৬১ সাল থেকে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ডের একজন সদস্য। একটি খৃষ্টান পরিবারে আমার জন্ম। তুমি তো জানোই হল্যান্ড একটি খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশ। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কথা বলি। ছেলেবেলা থেকেই আরবী ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য ও গান ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করত। তাই আমি এ বিষয়ে পড়াশুনা করি, জানতে চেষ্টা করি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনার ব্যক্তি জীবনের বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে যে পরিবার থেকে আপনি এসেছেন তার কিছু পরিচয় দিলে ভাল হ'ত।

আব্দুল হামিদ ঃ ভাল কথা, বাবা এবং মা ছাড়া আমার আরও তিন বোন রয়েছে। তারা সবাই রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। আমি আমার বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। বাবা মা উভয়েই ডাচ (Aril) বংশোদ্ভূত। আমার বোনেরা সবাই আমার ছোট। জন্ম আমার ১৯৪৪ সালে। যাই হোক খৃষ্টান হিসেবে আমি বড় হয়েছি। ছোটবেলায় নিয়মিত গির্জায় যেতাম। বাইবেল পড়তাম। খৃষ্টান স্কুলে পড়াশুনা করেছি। খৃষ্টান ধর্মের শিক্ষাই গ্রহণ করেছি। এছাড়া আমার পরিবারের অন্যান্যরা অর্থাৎ আমার বাবা মায়ের ভাইবোনেরাও সবাই খৃষ্টান।

হুযূর (আইঃ)-এর সাথে এক বিশেষ মুহূর্তে আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন

পাক্ষিক আহমদী ঃ এবার আপনার ব্যক্তি জীবন এবং সেই সাথে ইসলামের সাথে পরিচয়ের বিষয়ে কিছু বলবেন কি ?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি যখন খুব ছোট ছিলাম ১২/১৩ বা ১৪ বছর বয়স তখন থেকেই আরবী, ইতিহাস, কৃষ্টির প্রতি আমার আগ্রহের কারণে আমি এ বিষয়ে 'ড়াশুনা করি। ইসলাম যেহেতু আরবীয় সভ্যতার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ তাই আরবীয় ইতিহাসের সাথে পরিচিত হ'তে হ'লে ইসলামের কথা বাদ দেয়া যায় না। তাই ইসলামের আগমন আমার কাছে আপনা আপনি হয়েছে। আমি লাইব্রেরীতে যেতাম বই-পত্র জোগাড় করে পড়তাম। তারপর আমার মনে হল, আমার উচিত কোন মসজিদের সাথে যোগাযোগ করা এবং সেখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা। কারণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য একমাত্র মসজিদ থেকেই পাওয়া সম্ভব। আমি জানতাম যেখানে আমি বসবাস করি সেই হেগ শহরেই একটি মসজিদ আছে। এদেশে তৈরী প্রথম এবং একমাত্র মসজিদ ছিল সেটি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি কি মোবারক মসজিদের কথা বলছেন?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, ডেনহেগ শহরের মোবারক মসজিদের কথা বলছি। এক সন্ধায় আমি সেখানে গেলাম এবং সেদিন আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। মুরব্বী সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। ঐ সময় মুরব্বী ছিলেন জনাব হাফেয কুদরতুল্লাহ্। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। আমি মুরব্বী সাহেব এবং অন্যান্য আহমদীদের সাথে কথা বললাম। কিছু বই-পত্র নিলাম, যার মধ্যে ডাচ্ ভাষায় অনূদিত কুরআন শরীফও ছিল। বই পত্র পড়লাম, কুরআন শরীফও পড়লাম। এমন নয় যে, আমি কোন নতুন ধর্ম খুঁজছিলাম। খৃষ্টান ধর্মের উপর অনেকাংশে সন্তুষ্ট ছিলাম। আমার চলার পথে ইসলাম এসে গেল। আরবীর উপর পড়াশুনা করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের পরিচিতি পেলাম। ভাবলাম আরও কিছু জেনে দেখি। এভাবে যখনই বই পড়লাম বিশেষ করে কুরআন শরীফ পড়ে তো আমি অবাক! আমি দেখতে পেয়েছিলাম ইসলাম মানুষের সহজাত বৃত্তির উপর আবেদন সৃষ্টিকারী একটি সহজাত ধর্ম। এছাড়া খৃষ্টান ধর্মের উপর আমার কিছু প্রশ্ন আগে থেকেই ছিল যার সন্তোষজনক উত্তর আমি কখনও পাই নি। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা অর্থাৎ তিনি মানুষ ছিলেন না খোদা না কি দু'টোই! আমি বুঝতাম না। আবার ত্রিত্ববাদের ধারণা তিন মিলিয়ে এক খোদা ইত্যাদি ব্যাপারে আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু কুরআনের মধ্যে পড়লাম আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। যাই হোক ইসলামের শিক্ষা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। যখন আমি সবকিছু পড়লাম তখন অনেক প্রশ্ন জাগলো মনের মধ্যে। আমি মুরব্বী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। মুরব্বী সাহেবের উত্তরে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে, ইসলামই সত্য ধর্ম। কারণ এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উপর আবেদন সৃষ্টি করে। বেশ কিছু পড়াশুনার পর ১৯৬১ সালের সম্ভবতঃ মে মাসে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। এ হ'ল আমার আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করার সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উল্লেখযোগ্য

ঘটনা ছিল। কারণ ঐ সময় হল্যান্ডে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম ছিল। এক হাজারের মত বড় জোর পনের শ'র মত হবে। একটাই মাত্র মসজিদ ছিল। ইসলাম মানুষের কাছে নতুন ব্যাপার ছিল। মানুষ ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। অনেক ভুল ধারণা ছিল মানুষের মধ্যে। তাই ঐ সময় মুসলমান হওয়া খুব সহজ ছিল না। কিন্তু আমি পেরেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ্। নামায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদি সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়েছে।

মসজিদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমার পিতা-মাতা অবশ্য আমার এ পদক্ষেপকে পসন্দ করেন নি। শুরুতে তো তারা খুব বিরোধী ছিলেন। কখনও কখনও তারা পাদ্রীকেও নিয়ে আসতেন আমাকে বুঝানোর জন্য কিন্তু আমার চিন্তাধারার মধ্যে তারা কোন ফাটল ধরাতে পারে নি। বরং আমি আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্বাবলী পালন করতে থাকি। এছাড়া আমার বাবা মা বাড়ীতে আমাকে কুরআন পড়তে দিতেন না। তাই সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত আমি তখন কুরআন পড়তাম। মসজিদ থেকে কোন চিঠিপত্র আমার বাড়ীতে আসতে পারত না। এক বন্ধুর ঠিকানা দেয়া ছিল সেখানে আসতো। এদিক থেকে শুরুতে আমার জন্য যে কঠিন সময় ছিল তা স্বীকার করতেই হয়। অবশ্যই আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে একটা সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি হ'ল। তাদের মতে অন্ততঃপক্ষে আমি একজন খোদা বিশ্বাসী, এদেশে তো অনেক লোক এমন আছে যারা খোদাকেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং একেবারে নাস্তিকের চাইতে ইসলাম ভাল। এভাবে কিছু দিন যেতে না যেতে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হ'ল। এখন তো তারা খুবই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত। এখন তারা নিজেদের কাছেই কুরআন শরীফ রাখেন। জামাতের এই পুস্তকও পড়েন। একবার তো তারা মসজিদেও এসেছিলেন। এভাবে অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূলে এসে গেছে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ পরিবারের অন্য কেউ পরবর্তীতে আহমদী হয়েছিলেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি ছাড়া ঐ পরিবারের অন্য কেউ মুসলমান হয় নি। শুধু আমিই মুসলমান এবং আহমদী মুসলমান। আমি তাদের সঙ্গে অনেক বার কথা বলে দেখেছি, বইও দিয়েছি কিন্তু শুধু তারাই নয় এদেশে বেশীর ভাগ লোকই জড়বাদী হয়ে গেছে। ধর্মের প্রতি মানুষের তেমন কোন আগ্রহ নেই। এমন লোক এই সমাজে খুঁজে পাওয়া কঠিন যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মের প্রতি আগ্রহ রাখে এবং খোদার উপর বিশ্বাস রাখে। এটাই এখন এই সমাজের মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলজিয়ামের সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনার শিক্ষা জীবন ও পেশা সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু বলুন।

আব্দুল হামিদ ঃ শিক্ষা? হ্যাঁ, আমি যা পাশ করেছিলাম তুমি এটাকে প্রায় হাই স্কুল বলতে পার। আর পেশা? মূলতঃ আমি একজন প্রশাসনিক। তেল কোম্পানী শেল (Sheel)-এর সচিব পর্যায়ের বিষয়াবলী দেখাশুনা করতাম। বিভিন্ন দেশ যেমন, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদির সঙ্গে চুক্তির আইনগত বিষয়াবলীও দেখাশুনা করতাম। সুতরাং তুমি এটাকে প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট হিসাবে নিতে পার।

পাক্ষিক আহমদী ঃ কখন আপনি আপনার পড়াশুনা শেষ করেছিলেন?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি যখন আহমদীয়ত গ্রহণ করি তখন আমার বয়স ছিল ষোল। বেশ অল্প বয়স। তার প্রায় বছর দু' পরে নিয়মিত পড়া-শুনা শেষ করি। কিন্তু এরপর আমি অতিরিক্ত কিছু কোর্স করেছিলাম। যেমন, ভাষার উপর এবং অন্যান্য কিছু বিষয়ের উপর পড়াশুনা করেছি। ভাষার মধ্যে ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজী ভাষা শিখেছিলাম। তাই দেখো, এখন আমি আমার ঐ শিক্ষাকে জামাতের জন্য কাজে লাগাতে পারছি। আমি ডাচ্ ভাষায় 'আল্ ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদনা করছি। এছাড়া বিভিন্ন সময় জামাতের জন্য কোন প্রবন্ধ, বই যখন যেটার প্রয়োজন পড়ে অনুবাদ করি। এ ব্যাপারে জামাত যা নির্দেশ করে আমি তা করে দিই।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আরবীর প্রতি আপনার আগ্রহ ছিল বলেছেন, এ ভাষা শিখেছিলেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, আরবীর প্রতি খুব আগ্রহ ছিল আর আমি তাই শিখতেও শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারি নি। কারণ আমার নিজের চাকুরী আর জামাতের কাজ সব মিলিয়ে সময় করে উঠতে পারি নি। তবে আমি আরবী পড়তে পারি। অল্প অল্প আরবী শব্দও জানি কিন্তু এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি আরও একটু শিখতে চাই।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি কি এখনও শেল কোম্পানীতেই আছেন?

আব্দুল হামিদ ঃ না, আমি এখন আর শেল কোম্পানীতে নেই। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর এখানকার বিচার মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করছি। বেশি দিন অবশ্য হয় নি।

আমার বর্তমান অফিস সূতামিয়া। এটা ভেন-হেগ শহর থেকে প্রায় ২০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এখানেই আমি থাকি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনিই কি হল্যান্ডের প্রথম ডাচ্ আহমদী না কি আপনার পূর্বেও কেউ ছিলেন?

আব্দুল হামিদ ঃ আরও অনেক। প্রথম ডাচ্ আহমদী কে ছিলেন তা আমি জানি না। এ ব্যাপারে কখনও খোঁজ-খবর করা হয় নি। তবে অনেক পুরনো লোকদেরকে আমি জানি। এদের মধ্যে অনেকে আবার গত হয়েছেন। অনেক আগের কথা তো! আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক পুরুষ ও মহিলাকে জানি যারা খুবই ধর্মপরায়ণ ছিলেন যারা আমার পূর্বে আহমদী হয়েছিলেন। আমি যখন প্রথমবার মসজিদে গিয়েছিলাম তখন তাদেরকে সেখানে দেখেছি মনে আছে। বর্তমানে অবশ্য তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আর নেই। একজন আমেরিকা চলে গিয়েছেন। অন্য একজন জামাত ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার গত হয়েছেন। জামাতের সক্রিয় সদস্য হিসেবে এই মুহূর্তে আমিই সবচাইতে পুরানো আহমদী।

পাক্ষিক আহমদী ঃ এজন্য আপনাকে অনেক অভিনন্দন।

আব্দুল হামিদ ঃ জাযাকুমুল্লাহ্।

পাক্ষিক আহমদী ঃ জামাতে আহমদীয়ার জন্য আপনার খেদমতের বিষয়ে অনুগ্রহ করে আরও বিস্তারিত কিছু বলুন।

আব্দুল হামিদ ঃ যেভাবে আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি বর্তমানে আমি 'আল্ ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক, যেটা ডাচ্ ভাষায় হল্যান্ড জামাতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ কখন এর প্রকাশনা প্রথম শুরু হয়?

আব্দুল হামিদ ঃ সম্ভবতঃ ১৯৫৯ সালে। যেহেতু হল্যান্ড একটি ছোট জামাত তাই এটা নিয়মিত প্রকাশ করা আমাদের জন্য খুব সহজ ব্যাপার নয়। সময় মত পত্রিকাটি প্রকাশ করা একটি বড় ধরনের সংগ্রাম বলতে হবে। কিন্তু আল্ হাম্দুলিল্লাহ্ আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর এটা প্রকাশও হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করি। বক্তৃতা দেই (তবলীগী ও তরবিয়তী- পাক্ষিক আহমদী)

বেলজিয়ামের সালানা জলসা ২০০১-এর একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন। পাশে উপবিষ্ট হল্যান্ড জামাতের আমীর জনাব হিবাতুন নূর ও বেলজিয়াম জামাতের আমীর জনাব হামিদ মাহ্মুদ শাহ্

নযমের অনুবাদ করি। এই মাত্র আমি ঐ নযমটির অনুবাদ করলাম যেটা এই জলসার (জলসা হল্যান্ড-২০০০) সমাপনী অধিবেশনে শুনানো হবে। 'ইসলামী নীতি দর্শন' বইটির ডাচ্ ভাষায় আমি অনুবাদ করেছি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ 'দাওয়াতুল আমীর' বইটিও কি আপনারই অনুবাদ?

আব্দুল হামিদ ঃ না, ওটা অন্য একজন অনুবাদ করেছেন। আমি শুধু প্রকাশের পূর্বে ভাষা বিন্যাসটা দেখে দিচ্ছি। এছাড়া আরও কিছু প্রকাশনা রয়েছে যেমন- 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার নির্বাচিত অংশসমূহ' 'নির্বাচিত হাদীস' 'কুরআন শরীফের নির্বাচিত আয়াত' পুস্তিকাগুলো আমার দ্বারা অনূদিত হয়েছে। আমি বর্তমানে 'সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' শীর্ষক হুযূর (আইঃ)-এর বইটির অনুবাদ করছি। ৫০/৬০ ভাগ কাজ হয়ে গেছে। বাকি অংশের কাজও চলছে। আমি হুযূরের নতুন বই 'Revelation Rationality knowledge and truth' এর একটা অধ্যায়ের অনুবাদ করে ফেলেছি। গতকাল হুযূর বাকিটাও করে ফেলার জন্য আমাকে বলেছেন, অনেক বড় বই।

হুযূরকে আমি ইনশাআল্লাহ্ তো বলেছি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি হল্যান্ড জামাতের আনসারুল্লাহ্র সদর হিসেবেও কাজ করছি। এই নিয়ে আমি তৃতীয় দফা আনসারুল্লাহ্র সদর হয়েছি। আমি অনুবাদ কমিটির একজন সদস্য। অর্থাৎ কয়েকজনের একটি দল রয়েছে যারা অনুবাদ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কী কী করা দরকার, কখন করতে হবে, কীভাবে করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে এ কমিটি কাজ করে থাকে। সহস্র বার্ষিকী উদযাপন কমিটিরও আমি একজন সদস্য। হয়তো বা আরও আছে যা আমি এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি। যা বল্লাম আপাততঃ এগুলোই মনে পড়ছে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ 'Where did Jesus die' [হযরত ঈসা (আঃ) কোথায় ইন্তেকাল করেছেন] বই-এর ব্যাপারে কে কাজ করছেন?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, এ বইটি জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেবের লেখা যার অনুবাদ অনেক আগে একজন ডাচ্ আহমদী মহিলা জনাবা নাসেরা করেছিলেন। তিনিও গত হয়ে গিয়েছেন। এ বইটি পুনঃ প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। কারণ এটা আমাদের সহস্র বার্ষিকী উদযাপনের একটি অংশ। আগামী বছর (২০০১-পাক্ষিক আহমদী) নাগাদ এই বইটি আমরা পুনঃ প্রকাশ করব সেই লক্ষ্যে আমি এর ভাষা বিন্যাসটা দেখছি। কারণ বইটি অনেক পূর্বে অনূদিত। এখন এটার ভাষা বিন্যাসে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ কাজটিও প্রায় শেষ করে ফেলেছি। সুতরাং খুব শীঘ্রই প্রকাশ করতে পারব, ইনশাআল্লাহ্।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমরা দেখেছি হুযূর (আইঃ) অনেকবার আপনার অনেক প্রশংসা করেছেন। কখনও উর্দূ ক্লাসেও আপনার কথা বলেছেন।

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, তুমি উল্লেখ করায় মনে পড়ছে। আমি এমটিএ'র প্রোগ্রামের দায়িত্বেও নিয়োজিত আছি। এমটিএ কমিটির আমি একজন সদস্য। ডাচ্ ভাষা শিক্ষার প্রোগ্রামটি আমি করেছি। এছাড়া এমটিএ'র জন্য অন্যান্য ডাচ্ প্রোগ্রামও করে থাকি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি এ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তিনজন খলীফার যুগ পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার মধুর স্মৃতি থেকে কিছু বলবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, আমার আহমদীয়তের জীবনের খুব প্রাথমিক পর্যায়ে আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-কে পেয়েছি। তবে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয় নি। কিন্তু অন্য দু'জন খলীফার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে। কারণ তাঁরা হল্যান্ডে আসতেন। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান খলীফা হল্যান্ডকে পসন্দ করেন। তাই নিয়মিত তিনি এখানে আসেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এটা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ ফযল। যার ফলে খলীফাগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বর্তমান খলীফার সঙ্গে খলীফা হওয়ার পূর্বেই আমার সম্পর্ক ছিল। তিনি এদেশে আসতেন এবং আমার মনে আছে। তাঁর সঙ্গে থাকতে আমার খুব ভাল লাগত। তাই চাকুরী শেষ করে সোজা মসজিদে চলে আসতাম তাঁর সঙ্গে লাভের জন্য। আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক কথা-বার্তা হ'ত। তাঁর সঙ্গে আমি 'পিচ প্যালেস' (Peace Palace) এ গিয়েছি যেখানে জাতিসংঘের বিচারালয় (International Court of Justice) অবস্থিত। একবার সেখানে হাঁটতে হাঁটতে কিছু ইরানীদের দেখা পাওয়া গেল। তবলীগ তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি ঐ ইরানীদের তবলীগ করতে লেগে গেলেন। আমি অবশ্যই বলব তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অবশ্য তখন ভাবতেই পারি নি তিনি একদিন খলীফা হবেন। আমার আরও মনে আছে যে, একবার আমি আমার গাড়ীতে করে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ডেন হেগ শহরের সব সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম। এছাড়া আমাষ্টাডাম শহরের পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকাও ঘুরেছিলাম। এসব আমার মধুর স্মৃতি। এছাড়া রাবওয়াতে যখন গিয়েছি তিনি খলীফা হওয়ার আগে একবার আমি পায়ে হেঁটে জলসাগাহে যাচ্ছিলাম এমন সময় তিনি আমার পার্শ্বে গাড়ী থামিয়ে বললেন, আমি কি আপনাকে জলসাগাহে পৌঁছে দেব হামিদ সাহেব! আরেকবারের কথা আমার মনে পড়ে। আমি রাবওয়ার বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি সাইকেল চালিয়ে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; আমাকে ডেকে বললেন, কী ব্যাপার হামিদ সাহেব! কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? তিনি তাঁর বাড়ীতে আমায় আমন্ত্রণ জানালেন। আমিও গিয়েছিলাম। এসবগুলোই আমার মধুর স্মৃতি হয়ে আছে। কিন্তু এরপর ১৯৮২ সালে হুযূর খলীফা নির্বাচিত হলেন. তারপর থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কারণ সেই মির্যা তাহের আহমদ এবং বর্তমান খলীফা মির্যা তাহের আহমদ যেন দুই ভিন্ন ব্যক্তি।

আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন পাক্ষিক আহমদীর প্রবাসী প্রতিনিধি এন, এ শামীম আহমদ

পাক্ষিক আহমদী ঃ তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)-এর সঙ্গেও আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সময়কার কোন স্মৃতিচারণ করবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ তাঁর সঙ্গেও অনেকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি এদেশে আমাদের জামাতে সফরে এসেছেন। কখনও কখনও তিনি এদেশের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে যেতেন। একবার বিমান বন্দরে তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। কোন পরিকল্পিত সাক্ষাৎ ছিল না। আমরা পঞ্চম তলায় ছিলাম এমন সময় প্রধানমন্ত্রী সাহেব সেখানে আসলেন। তখন আমরা হুযূরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম। প্রধানমন্ত্রী হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুব খুশি হয়েছিলেন। পরে পত্র-পত্রিকায় ছবিসহ তা প্রকাশিতও হয়েছিল। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (৩য় খলীফা) (রাহেঃ) খুব ভ্রমণ করতেন এবং প্রায়ই তিনি KLM এ সফর করতেন যেটা ডাচ্ বিমান কোম্পানী। এ সূত্রে যখনই তিনি লন্ডন, আমেরিকা অথবা অন্যান্য স্থানে সফরে যেতেন প্রায়ই আমাষ্টাডাম হয়ে যেতেন। তখন আমরা বিমান বন্দরে গিয়ে হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। কখনও কখনও তিনি এক রাতের জন্য এখানে থাকতেন। সুতরাং অনেক স্মৃতি রয়েছে তাঁর সঙ্গে। মধুর সেই সব স্মৃতি। যখন হুযূর কোন ভ্রমণযোগ্য স্থানে যাওয়ার সময়ে প্রায়ই ঐ এলাকায় আগে গিয়ে দেখে আসার আমারই দায়িত্ব পড়ত। সুতরাং আমি যেতাম, দেখতাম হুযূরের জন্য ঐ জায়গা উপযোগী কিনা। এরপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমিই হুযূর এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে যেতাম। কখনও হুযূর তাঁর পরিবারসহ কোন রেস্তোঁরায় গিয়েছেন, কোথাও গিয়ে মাছ খেয়েছেন। তিনি নিজে হাতে ফটো তুলতেন। ফটো তুলতে তিনি পসন্দ করতেন। তাঁর একটা পোলারয়েড (Polaroid) ক্যামেরা ছিল, সাথে সাথে ছবি বেরিয়ে আসত। এসবগুলোই আমার মধুর স্মৃতি। কোন্‌টা বেশি স্মরণীয়, কোন্‌টা কম স্মরণীয় নয়। সবগুলোই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

(চলবে)

- এন. এ শামীম আহমদ
পাক্ষিক আহমদীর প্রবাসী প্রতিনিধি

হে ওয়াকফে নও!

হে ওয়াকফে নও! তোমরা খলীফায়ে ওয়াক্তের সৃষ্ট ধর্মবাগানের এক পবিত্র ফুল। খোদার বিশেষ সৃষ্টি, ফিরিশ্তাগণের পবিত্র সাথী। সত্যের শ্রেষ্ঠ রক্ষক আর মিথ্যার প্রলয়সম বিনাশকারী, খোদার ভালবাসার ধন আর ইসলাম হেফাযতের পরাক্রমশালী সংগ্রাম সৈনিক। তোমরা জগদ্বুকের আঁধার তাড়াবার এক অগ্নিমশাল। অন্যায় অত্যাচার ও অশুভকে ধ্বংসের মহা শক্তিধর তুফান। তোমরা তোমাদের কর্মক্ষেত্রে কষ্টের পাহাড় ডিঙ্গাতে ও বিপদের দরিয়া পাড়ি দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাই তোমরা নিয়োজিত হয়েছ খোদার পৃথিবীতে খোদার শাসন কায়েমের পরিকল্পনায়। ইসলাম তথা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে। এই মর ধরায় অর্থে, বিত্তে, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, জনবল ও বাহুবলে আরও লক্ষ হাজার শিশু রয়েছে কিন্তু খোদা তাদেরকে এ কাজে মনোনীত করেন নি, পরন্তু তিনি মনোনীত করেছেন তোমাদের। তাই তোমরা সীমাহীনভাবে ভাগ্যবান ও অফুরান সম্মানের অধিকারী। স্বর্গের ফিরিশ্তাকুল পর্যন্ত তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিথ্যা প্রবঞ্চনা আর অধর্মের অসুর শক্তি পৃথিবীকে আজ ভীষণভাবে বিদগ্ধ করছে এবং তাকে কলংকময় করে তুলছে, যা দর্শন করলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে চায়, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে চায়। সাধুগণ তাই বীতশ্রদ্ধ। তাঁরা বনে গিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। সুতরাং এ মৃতপ্রায় পৃথিবীতে এখন প্রাণের সঞ্চার করা প্রয়োজন। কিন্তু খোদার এই কর্ম পরিকল্পনার সহায়তায় এগিয়ে আসার মত এখন আর কেউ নেই। সকলেই এখন নিজ নিজ চেষ্টায় নিজেকে গড়ার কাজে হন্তদন্ত ব্যস্ত। মানুষের হৃদয়াসনে বসবাসকারী 'তাকওয়া' নামক সত্তাটি মৃত্যু বরণ করে ফেলেছে। তাই জগত মোহে দৌড়ে ছুটা মানুষ এখন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তার শক্তি-ক্ষমতাকে ভুলতে বসেছে। সুতরাং এখন আর তার আহ্বানকে শ্রবণ করার মত কেউ নেই। কিন্তু তোমরা মসীহ (আঃ)-এর সৃষ্ট এক ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মসেবক। তোমাদের দ্বারা কদাচ তেমন আচরণ প্রদর্শিত হ'তে পারে না। কেননা তোমাদের জীবন শিরায় যুগ-ইমামের দোয়ার পবিত্র স্রোত প্রবাহমান, তাই তোমরা নজিরবিহীন, তোমরা অনন্য। কাজেই খোদার অভিপ্রায়কে পৃথিবীতে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে তোমরাই একমাত্র উপযুক্ত দল। যাদের দ্বারা জরাজীর্ণ ইসলাম ফের জগদ্বুকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করানো সম্ভব। বলতে কি, একাজ পৃথিবীর আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

হে প্রিয় ওয়াকফে নও! তোমরা খলীফায়ে ওয়াক্তের অতীব আদরের দুলাল, প্রাণের প্রাণ ও তার যুগল হস্তের কঠিন হাতিয়ার। তোমরা আকাশ থেকে আগত সত্যের জ্যোতি,খোদা-প্রেমিকদের একত্রে বাঁধার বন্ধন রশ্মি, জগৎ জুড়ে বিবাদ-বিসম্বাদকে বিদায় দেয়ার অগ্রনায়ক। তোমরা শান্তি সৃষ্টির ঝান্ডা ও অশান্তি নাশের দীপ্ত অনল। তাই তোমাদের প্রচারিত ইসলাম দ্বারাই পুনর্বার পরিপূর্ণ হবে বিশ্বগৃহ। আর ইহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সাথে একথাও সত্য যে, তখন কিন্তু আমরা কেউ থাকব না। তবে আশা করব এই সত্য প্রতিফলনে যেন কোন প্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে। যদিবা তখন তোমাদের দ্বারা এর উল্টো কিছু ঘটে তবে তোমাদের উৎসর্গকারী তোমাদের পিতা ও পিতৃব্যগণ সেখানে থেকেও সাতিশয় ব্যথাতুর হবেন। সুতরাং সেদিন যেন তোমাদের দ্বারা সে ঐশী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন প্রকার ব্যত্যয় না ঘটে। তবেই আমরা সার্থক হয়েছি বলে জানব। পক্ষান্তরে আমরা আবার এরূপ সত্যের উপরও প্রত্যয় রাখি যে, তোমাদের দ্বারা যখন এ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে তখন হাজারো প্রকার বিপত্তির ঢল তোমাদের উপর নেমে আসবে। তোমাদের কাজে অহেতুক বিষন্নতা সৃষ্টি করবে, মৃত্যুর হুমকি আসবে। অসম্ভবের পাহাড় নেমে আসবে, কষ্টের ঝান্ডা আসবে, দুঃখ, বেদনা ও তিরস্কারের ধাক্কা আসবে। নানান প্রকার নিন্দা, অপবাদ ও অপচেষ্টার আঘাত এসে তোমাদের উদ্যমকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করবে। যা পুণ্য কোন কর্ম শুরুর প্রাক্কালে যুগে যুগেই হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে কি! তোমরা তার কোন কিছুকেই ভয় করবে না, থমকে দাঁড়াবে না এবং ধস্কে দেখে বিহ্বল হবে না, কোন অবস্থাতেই তোমরা পিছু হটবে না। নিজেকে কখনও দুর্বল কিংবা শক্তিহীন বলে জ্ঞান করবে না, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবে না, বরং অধিক শক্তি সঞ্চারে এগিয়ে চলবে। জানবে ইহাই তোমাদের উন্নতির লক্ষণ। কারণ তোমরা পৃথিবীর কেউ নও, তোমরা আকাশের। তোমরা অন্যায় সাধনকারী নও, তোমরা অন্যায় ও অনিয়ম ধ্বংসকারী, তোমরা পরাজয়ের জন্য নও বরং বিজয়ের জন্য নিযুক্ত। তোমরা খলীফায়ে জাহানের স্বহস্তে গড়া এক বীর বিক্রম সেনাদল, তাই তোমরা পাহাড়কে কেটে কিংবা সাগরকে সেচে হলেও পথ করে নিতে প্রস্তুত। কাজেই ঐদিনে একমাত্র তোমাদের কর্মতৎপরতার দ্বারাই ইসলামের দুর্নামকে দূর করা সম্ভব, অন্যথায় নয়।

হে আমাদের প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদেরকে আরো দু' একটি কথা না বললেই নয়, যা নিত্যই আমাদের চিত্ত-চেতনাকে আঘাত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে। আর তা হলো এই যে, মানুষ এখন আর কেউ খোদাকে ভয় পায় না, ভালবাসে না, তাঁর খোঁজও নেয় না খবরও রাখে না। খোদার ইচ্ছা, অভিলাষ ও অভিপ্রায়কে এখন আর কেউ তোয়াক্কা করে না, মূল্যও দেয় না। তাঁকে প্রাণভরে ডাকে না তাঁর আহ্বানে কেউ সাড়াও দেয় না। তার সিদ্ধান্তকে কেউ বিনাবাক্যে মেনে নিতে চায় না। যদিও বা কেউ তার অস্তিত্বকে ভাবে তবে তা তার মনগড়া মতই ভাবে, যার ফলে সে তার সিদ্ধান্তকে খোদার উপরই চাপিয়ে দিতে চায়। যা মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর অন্যায় তাকে মোটেই কেউ ভয় পায় না এবং ভয় পাওয়ার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না। যার ফলে মানুষ তার পৃথিবী থেকে তাঁর শাসন ও আসনকে প্রায় উচ্ছেদই করে দিয়েছে। তাই মানুষ এখন বীভৎস সব কর্মকাণ্ড সাধন করে যাচ্ছে, এর কিছু হচ্ছে অতিভক্তদের দ্বারা ধর্ম বিভক্তির মাধ্যমে আর কিছু হচ্ছে নাস্তিকতার শক্তি সৌজন্যে। যার দুষ্ট ছোবলে পড়ে চিন্তাশীলগণের অন্তর আজ ভীষণভাবে শংকাগ্রস্ত। এ ব্যাপারে আরও ভীতির কারণ এ জন্য যে, এ দুর্বিষহ পরিস্থিতির কিন্তু কোন উপশম নেই বরং তা দিনান্তর কেবল বেগমানই হচ্ছে। ইহা মোটেই কোন শুভ লক্ষণ নয়। মানুষের এই হীন মানসিকতা স্বর্গের বিধি-বিধানকে নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট করে। এর সবকিছুই

মানব সৃষ্টিকূলের জন্য অভিশাপস্বরূপ। কিন্তু খোদার প্রেম-বন্ধন হ'তে ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ আজ আর তা উপলব্ধি করতে পারছে না। কারণ মানুষ এখন ধর্ম-কর্মকে গৌণ কর্ম বলে বিশ্বাস করে। জীবন, ধর্মের অনুশাসনের ছকে নিয়ন্ত্রণ থাকাকে মানুষ অহেতুক বলে জ্ঞান করে। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। কিন্তু একটি মানুষ, যুগের ইমাম অর্থাৎ মসীহেজ্জামান হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) মানব জগতের এই নাজুক অবস্থা দর্শনে নিতান্তই বেদনাতুর হয়েছেন। দুঃখে-শোকে জর্জরিত হয়েছেন। যার জন্য তিনি অশ্রু বিসর্জনে চিত্তফাটা চিৎকারে ক্রন্দন করছেন এবং বেহুশ বেকারার হয়ে প্রার্থনা করেছেন মানুষের এই দুরবস্থা দূর হওয়ার জন্য। ফলেই রহমান খোদা এই বেনজীর মানব-প্রেমিকের হাতেই তুলে দিলেন তাঁর মানুষ নামের সৃষ্ট জীবের হেফাযতের গুরুভার। আর তিনি তার জীবদ্দশায় অসাধারণ চেষ্টা-সাধনা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার বিনিময়ে মানবাত্মার সাথে তার প্রভু-প্রতিপালকের পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বটুকু পালন করে গেছেন আর অবশিষ্টাংশটুকু রেখে গেছেন, হে আমাদের প্রিয়গণ! তোমাদেরই জন্য। সুতরাং তোমরা আজ সেই দায়িত্ব পালনেই আদিষ্ট হয়েছে। আমরা আজ এই আশা করেই বিদায় নিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের উপর অর্জিত সেই কর্মভার অতীব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তোমরা এমনসব তুলকালাম কাণ্ড করবে যা দেখে ইসলামের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আর সব ধর্মগুলো যেন পাগলের ন্যায় দৌড়ে ছুটে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। হায়! সে দিনটি তোমাদের জন্য কতইনা আনন্দের হবে! তোমরা তোমাদের পরাক্রমশালী অভিযান দ্বারা উল্লেখিত অনিয়মগুলিকে ভেঙ্গে চূরমার করে দিবে। ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলির মূলে কুঠারাঘাত হানবে এবং ধর্মের নামে রক্ত ঝরার তান্ডবকে রোধ করবে। একই ধর্মে দলে-উপদলে বিভক্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রকারীকে নিঃশেষ করে দিবে। ফলেই ফের পৃথিবীর গায়ে ধর্মের অমানিশার অবসান ঘটবে, আবার নব সাজে ইসলাম রবি উদিত হবে। চাঁদের গায়ে হাসি ফুটবে। বাগান- কাননের তরুলতাগুলি ফুলে ফুলে সুশোভিত হবে আর ফলে ফলে ভরপুর হবে। যথাসময়ে শীত আসবে, বর্ষা ঝরবে, মাঠগুলি ফলে ফসলে উপচে পড়বে, দেশ ও বিদেশে বিশ্ব মানবের মাঝে পুনরায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জোয়ার বইবে, সারাবিশ্ব খাতামান্নবীঈনের মাহাত্ম্যকে অনুধাবন করে আত্ম-প্রসাদ লাভ করবে। আর ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর আকাশে বসবাস করার ভ্রান্ত ধারণাকে নিন্দার সাথে পরিত্যাগ করবে এবং আরবের নবী ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে সকল যুগে সকল মানুষের জন্য জিন্দা রসূল বলে বিশ্বাস করবে। মানুষে মানুষে হানাহানি ও দলাদলির তান্ডবের অবসান ঘটবে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধাস্ত্রগুলো মানুষের জন্য এক বোঝা বলে বিবেচিত হবে। যুদ্ধ জিঘাংসা রইবে না। সীমান্ত উত্তেজনাও থাকবে না। অশান্তিতে সয়লাব পৃথিবীর বুকে পুনঃ প্রশান্তির সমীরণ বইবে। সকলেই তখন সমস্বরে বলবে, ইসলাম কেবল ইসলামই হলো মানুষের জন্য এক মাত্র শান্তির ধর্ম।'

-মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

সংবাদ

শুভ বিবাহ

◆ জনাব আলহাজ্জ জিয়াদ আলী গাজী এর কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনেয়ারা পারভীন (ময়না) সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, এর সাথে জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান, এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা, এর বিয়ে টাকা ২১,০০১/= (একুশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ২৫/১১/০১ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আব্দুর রাজ্জাক লালুর গৃহাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৪৫/০২ তারিখ ১৮/০১/০২।

◆ জনাব মরহুম সাজ্জাদ আলী সরদার এর কন্যা মোসাম্মাৎ রাফেজা সুলতানা (রেখা) সাং- বাগানবাড়ী, জেলা- সাতক্ষীরা, এর সাথে জনাব মোঃ এস এম আব্দুল মজিদ এর পুত্র জনাব এস এম কবির হোসেন, সাং- যতীন্দ্র নগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা, এর বিয়ে টাকা ৮০,০০১/= (আশি হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ৩০/১১/০১ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন বায়তুস্ সালাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৪৬/০২ তারিখ ১৮/০১/০২।

◆ জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন মন্ডল-এর কন্যা মোসাম্মাৎ শামীমা ইয়াসমীন (রুমী), সাং- খায়েরহাট, ডাকঘর- বাঘা, থানা- বাঘা, জেলা- রাজশাহী, এর সাথে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন এর পুত্র জনাব এন, এ, শাহীন আহমেদ সাং- ৪৮, হাজী রহমত আলী সড়ক, পশ্চিম টুথপাড়া, খুলনা। এর বিয়ে টাকা ৪৫,০০১/= (পঁয়তাল্লিশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ১২/১০/০১ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তাহেরাবাদ, মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মিজানুর রহমান। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৪৭/০২ তারিখ ২০/০১/০২।

◆ জনাব আবুল হাশেম গাজী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনেয়ারা পারভীন (হিরা) সাং- ও পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা, এর সাথে জনাব মোঃ এস এম মঈদ হোসেন সাং- খেলার ডাঙ্গা, পোঃ রাজনগর, জেলা-সাতক্ষীরা, এর বিয়ে টাকা ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ১৮/১/০১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন বায়তুস্ সালাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৪৮/০২ তারিখ ২৫/০১/০২।

এই বিয়েগুলো সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা

প্রতিশ্রুত আগমনকারীর [মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)] বায়ান্নটি নিদর্শন

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, এটি একটি বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, আগমনকারী ব্যক্তির মধ্যে অনেক গুণ নিহিত থাকবে। যদি আমরা এ ভবিষ্যদ্বাণী গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করি তবে জানতে পারবো, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত আগমনকারী সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত নিদর্শনগুলি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। তিনি কুদরতের নিদর্শন হবেন। ২। তিনি রহমতের নিদর্শন হবেন। ৩। তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যের নিদর্শন হবেন। ৪। তিনি ফযলের নিদর্শন হবেন। ৫। তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নিদর্শন হবেন। ৬। তিনি মর্যাদাবান ব্যক্তি হবেন। ৭। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হবেন। ৮। তিনি সম্পদের অধিকারী হবেন। ৯। তিনি মসীহ্-এর আত্মা হবেন। ১০। তিনি তাঁর সত্য রূহের কল্যাণে অনেককে ব্যাধি মুক্ত করবেন। ১১। তিনি আল্লাহ্‌র কালাম হবেন। ১২। আল্লাহ্‌র রহমত ও আত্মমর্যাদা বোধ তাঁকে স্বীয় মর্যাদাপূর্ণ বাণী দিয়ে প্রেরণ করবেন। ১৩। তিনি প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী হবেন। ১৪। তাঁর বুদ্ধিমত্তা অধিক হবে। ১৫। তিনি দয়ার্দ্র হৃদয় হবেন। ১৬। তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে পূর্ণ হবেন। ১৭। তিনি বাতেনী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানেও পূর্ণ হবেন। ১৮। তিনি তিনকে চার করবেন। ১৯। তাঁর সাথে সোমবারের বিশেষ সম্পর্ক থাকবে। ২০। তিনি বহু বংশধরের অধিকারী হবেন। ২১। তিনি শ্রদ্ধাভাজন ও ভাগ্যবান হবেন। ২২। তিনি প্রথম প্রকাশস্থল। ২৩। তিনি শেষ প্রকাশস্থল। ২৪। তিনি সত্যের প্রকাশস্থল হবেন। ২৫। তিনি সর্বোচ্চ বিকাশ স্থলের নিদর্শন হবেন। ২৬। তিনি **কাআন্নাল্লাহা নাযিলা মিনা সামায়ের** অধিকারী হবেন। ২৭। তাঁর আবির্ভাব খুবই বরকতপূর্ণ হবে। ২৮। তাঁর আবির্ভাব আল্লাহ্‌র মর্যাদা প্রকাশের কারণ হবে। ২৯। তিনি আল্লাহ্‌র নূর হবেন। ৩০। তিনি খোদার সন্তুষ্টির আতরে সিক্ত হবেন। ৩১। খোদা তাঁর মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিবেন। ৩২। খোদার ছায়া তাঁর মাথার ওপর হবে। ৩৩। তিনি তাড়াতাড়ি বর্ধিত হবেন। ৩৪। তিনি বান্দাদের মুক্তির কারণ হবেন। ৩৫। তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। ৩৬। জাতিসমূহ তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করবে। ৩৭। তাঁর নফসের কেন্দ্রবিন্দু আসমানের দিকে উত্থিত হবে। ৩৮। তিনি বিলম্বে আগমন করবেন। ৩৯। তিনি দূর থেকে আসবেন। ৪০। তিনি রসূলগণের গৌরব হবেন। ৪১। তাঁর দৃশ্যমান কল্যাণ সারা দুনিয়াতে ব্যাপ্ত হবে। ৪২। তাঁর বাতেনী (আধ্যাত্মিক) কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হবে। ৪৩। ইউসুফ (আঃ)-এর মত তাঁর বড় ভাই তাঁর বিরোধিতা করবে। ৪৪। তিনি বশীরুদ্দৌলা (ধন সম্পদের সুসংবাদদাতা) হবেন । ৪৫। তিনি সৌন্দর্যে ও পরোপকারে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাদৃশ্য হবেন। ৪৬। তিনি পৃথিবীর পট পরিবর্তনকারী হবেন। ৪৭। তিনি সৌন্দর্য ও পরোপকারে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দৃষ্টান্ত হবেন। ৪৮। তিনি মহাপরাক্রমশালী বাণী হবেন। ৪৯। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী হবেন। ৫০। তিনি ধর্মের সাহায্যকারী হবেন। ৫১। তিনি ধর্ম বিজয়ী হবেন। ৫২। তিনি দ্বিতীয় বশীর হবেন।

এ সব হ'ল আলামত যা প্রতিশ্রুত আগমনকারী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল্ মাওউদ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬)

[মাসিক আনসারুল্লাহ্, ফেব্রুয়ারী-২০০১ থেকে]

অনুবাদ - **কওসার আলি মোল্লা**

হযরত ইবরাহীম (আঃ)

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। তখন মানব জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আযর মূর্তি পূজা করত। তখন আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে এবং সবকিছুকে পরিব্যাপ্তকারী ঐশী ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রতিমা পূজারী জাতিকে তাদের উদ্ভূত হাস্যকর বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য এক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তার জাতি চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি আরও অনেক বস্তুকে খোদা বলে মান্য করে।

যখন রাত্রি তার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, তখন তিনি একটি নক্ষত্র দেখলেন। তিনি বললেন, এ আমার প্রভু হতে পারে? কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হ'ল, তখন তিনি বললেন, আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না।

অতঃপর যখন তিনি চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখলেন, তিনি বললেন, এ আমার প্রভু হ'তে পারে? অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হ'ল, তিনি বললেন, যদি আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহলে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এ আমার প্রভু হতে পারে? এ সর্বাপেক্ষা বড়। অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হ'ল, তখন তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যা শরীক কর আমি উহা থেকে মুক্ত। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তারই দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তাঁর জাতি তাঁর সাথে বিতর্ক করল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করছো, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। এবং তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরীক করছো উহা আমি আদৌ ভয় করি না, আমার প্রভু যা চাইবেন তা ব্যতিরেকে। আমার প্রভু জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? এবং আমি কীরূপে উহাকে ভয় করতে পারি যাকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছ যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে ভয় কর নি যার সম্বন্ধে তিনি

তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি? যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী?

নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন।

একদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা কার ইবাদত কর? আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা কি মিথ্যা মাবূদসমূহকে চাচ্ছ? এগুলি কি প্রতিমা যাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে থাক? যা হোক, সকল জগতের প্রভু-প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এভাবে ইবাদত করতে দেখে এসেছি।

তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারাও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট প্রকৃতই সত্য লয়ে এসেছ অথবা তুমি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছ?

তিনি বললেন, বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই এ বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম; এবং আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের পিঠ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে একটা পাকা ব্যবস্থা নিবো।

অতঃপর তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করলেন, এবং তিনি বললেন, আমি অসুস্থতা বোধ করছি। তখন তারা তাকে ছেড়ে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) সংগোপনে তাদের মাবূদগুলির দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, তোমরা কিছু খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা যে কথাও বলছ না। তখন তিনি তাদের প্রতি অগ্রসর হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদের উপর সজোরে আঘাত হানলেন। এবং ঐগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন, একমাত্র উহাদের প্রধানটি ব্যতীত, যেন তারা তার নিকট পুনরায় ফিরে আসে।

তারা বলল, আমাদের মাবূদদের সাথে এরূপ কে করল? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য লোকেরা বলল, আমরা এক যুবককে এদের সম্বন্ধে মন্দ বলতে শুনেছি, যে ইবরাহীম বলে অভিহিত।

তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের মাবূদগণের সাথে এরূপ করেছ? তিনি বললেন, অবশ্যই কেউ এসব করেছে। তাদের সর্বপেক্ষা বড় প্রতিমা এইতো। অতএব যদি তারা কথা বলতে পারে তাহলে তোমরা তাদিগকে জিজ্ঞেস কর। অতঃপর তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখল এবং বলল, আসলে যালেমতো তোমরাই। এবং তাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হ'ল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বলল, তুমিতো জানই যে, এরা কথা বলে না।

তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত কর, যা তোমাদের না কোন কল্যাণ করতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ? ধিক! তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্যও যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ঘাটাবে না।

তখন তারা তাদের বাদশাহ্ নমরূদের কাছে নালিশ করল। নমরুদ বলল, তাহলে তাকে সকলের চোখের সামনে আন যেন তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে। ফলে তারা তার দিকে ছুটে আসল। এবং তাকে নিয়ে বাদশাহের দরবারে হাজির হ'ল।

তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা কি এর ইবাদত কর যা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর, অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যা কিছু বানাচ্ছ উহাকেও সৃষ্টি করেছেন?

নমরুদ বলল, তোমার প্রভু কে?

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তিনি আমার প্রভু-প্রতিপালক, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন।

নমরুদ বলল, আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দেই। এই বলে সে তার সৈন্য বাহিনীকে হুকুম করল। তারা কারাগার থেকে কিছু সংখ্যক কয়েদী আনল এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক কয়েদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করল, এবং অন্যান্য কয়েদীদিগকে কারাগারে ফিরিয়ে দিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কট্টর অবিশ্বাসীকে বললেন, বেশ কথা, আল্লাহ্‌তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক থেকে আন দেখি।

ইহাতে নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল। সে একথা বলতে পারলো না যে, সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করার ক্ষমতা তার নেই, কারণ এরূপ উত্তর দিলে জীবন মৃত্যুর উপরে তার ক্ষমতা রয়েছে এ দাবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আবার এ উত্তরও দিতে পারলো না যে, সে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে পূর্ব দিকে অস্তমিত করতে সক্ষম। কেননা এরূপ উত্তর দিলে তার জাতির উপাস্য দেবতাকে অবমাননা করার জন্য সে জাতির কাছে দণ্ডণীয় হবে। তাই সে বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় বোবার মত চুপ করে থাকল। অতঃপর নমরুদ বলল, তার জন্য তোমরা একটি অগ্নিকুন্ড নির্মাণ কর এবং তাকে সে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। এবং নিজেদের মাবূদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করতে চাও। ফলে তাই করা হ'ল।

আল্লাহ্ বললেন, **কুলনা ইয়া নারু কুনী বারদাঁওয়া সালামান 'আলা ইবরাহীম** -হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার কারণ হও। এবং আল্লাহ্‌তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিলেন যা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করেছিল। অলৌকিক বিষয় সর্বদাই রহস্যাবৃত হয় এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আগুন থেকে বাঁচিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক রহস্য।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে তারা ভীষণ অপমান বোধে জর্জরিত হ'ল।

হিজরত ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তুমি কেন ঐ সকল বস্তুর ইবাদত কর যারা শুনেও না এবং দেখেও না এবং কোন উপকারেও আসে না? হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসে নি, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাব। হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের ইবাদত ক'র না, নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহ্‌র অবাধ্য। তাঁর পিতা আযর বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবূদগণ থেকে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব; তবে মঙ্গল হচ্ছে, তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও, যেন আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করে না বসি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু; এবং আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট থেকে, যাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরে যাব, এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করব, এবং নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করে বিফল মনোরথ হই না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাকের উর থেকে হারান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্তালা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তিনি সেস্থান থেকে কেনান গিয়েছিলেন, যে দেশ তার পরবর্তী বংশধরগণকে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত রেখেছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে তিনি কেনান থেকে মিশরে চলে যান। তিনি তার পিতা আযর এবং তার জাতিকে ইরাকে পশ্চাতে ছেড়ে গিয়েছিলেন। এ ভ্রমণের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ঐশী পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী অনুসরণে পবিত্র নবীগণ অথবা তাদের অনুসারীগণকে কোন না কোন সময়ে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছে।

বিবাহ ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত সারাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু সারার গর্ভে কোন সন্তান না হওয়ায়, তিনি হযরত হাজেরাকে বিয়ে করলেন। তার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে রসূল ও নবী ছিলেন তিনি এবং তিনি তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আসল নাম ছিল 'আব্রাম'। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের পরে, আল্লাহ্তাআলা আদেশ অনুযায়ী তিনি আবরাহাম নামে অভিহিত হলে; যার অর্থ মানব সাধারণের পিতা বা বহু জাতির পিতা এবং আব্রাহাম থেকে আরবীতে ইব্রাহীম করা হয়েছে। তাঁর বংশের এক শাখা ইসরাঈলীরা কেনানে বসবাস করত এবং অপর শাখা ইসমাঈলীরা আরবের বাসিন্দা ছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত হাজেরার গর্ভে জন্ম নেয়ায় হযরত সারার হিংসা হ'ল। অতঃপর সে বলল, 'তুমি ইসমাঈলকে ও তার মাতা হাজেরাকে বনবাস দাও"।

তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন ঃ

আল্লাহ্তাআলা বললেন, সারা যা বলেছে তুমি তাই কর, আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে এবং স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মরুভূমিতে বসবাস করবার জন্য নিয়ে গেলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখনো শিশু। যখন ইব্রাহীম (আঃ) ঐশী আদেশের আনুগত্য এবং ঐশী পরিকল্পনার পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্য তাঁকে এবং তার মাতা হযরত হাজেরাকে যে অনুর্বর জনশূন্য অঞ্চলে অবস্থান কল্পে নিয়েছিলেন, সেখানে আজ বিরাট মক্কা নগরী দন্ডায়মান। সেই সময়ে সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারণের কোন উপায় উপকরণ ছিল না। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্তাআলার নিকট দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর থেকে কতককে তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়েছি।

হে আমার প্রভু! যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এরূপ করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্ক দান কর যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা বুঝতে পারলেন যে, তার পানির পিপাসা লেগেছে। তখন তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে একস্থানে মাটিতে শুইয়ে রেখে পানির জন্য ছুটা ছুটি করতে লাগলেন। কা'বার অদূরে এবং সাফা ও মারওয়া নামক দু'টি পাহাড়ী টিলায় সাতবার উঠা-নামা করলেন, এ দু'টির মধ্যে প্রথমটি কা'বার অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু কোথাও কোন পানির সন্ধান না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ফিরলেন। অন্যদিকে তাঁর ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহ্তাআলা বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল করলেন। শিশু ইসমাঈল (আঃ) পানির পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং দু'হাত ও দু'পা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তখন তার পায়ের আঘাতে ঝরণার মুখ খুলে গেল, এবং পানি বের হ'তে শুরু করল। তখন হযরত হাজেরা (রাঃ) তার নিকট ফিরে আসলেন, এবং কাদা মাটি দিয়ে ঝরণার চারদিকে বাঁধ দিলেন যেন পানি অন্য দিকে সরে যায়। অতঃপর ইহা এক কূপে পরিণত হ'ল আর এর নাম আবে যমযম কূপ।

এদিকে যেমন হযরত হাজেরার অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম আল্লাহ্র নির্ভরতার বিরল স্মৃতি বহন করে অন্যদিকে তেমনি তাঁর ও তাঁর পুত্র ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহ্তাআলার বিশেষ যত্ন ও অভিভাবকত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দু'টি পাহাড়ের স্বল্পকালীন উপস্থিতি মানুষের মনকে আল্লাহ্র ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও সর্বময় ক্ষমতার অনুভূতিতে অভিভূত করে ফেলে।

কিন্তু আল্লাহ্র পরিকল্পনা এমন যে, সেই মরু অঞ্চল আজ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্তাআলার শেষ বাণীর কর্মের অপূর্ব প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর ঐশী পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য মাধ্যমরূপে মনোনীত হয়েছেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

আল্লাহ্র নিদর্শন ঃ একদিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কীরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তিনি বললেন, তুমি কি ঈমান আন নি?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, ঈমান অবশ্যই এনেছি, কিন্তু প্রশ্ন এ জন্য করেছি যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্তাআলা বললেন, 'তুমি চারটি পাখী লও এবং ওদেরকে নিজের পোষ মানাও। অতঃপর তুমি ওদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রেখে দাও, তারপর ওদেরকে ডাক, তারা তোমার নিকট ছুটে আসবে। এবং জেনে রাখবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

ফিরশ্তার আগমন ঃ হযরত লূত (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করবার জন্য আল্লাহ্তাআলা ফিরিশ্তা পাঠিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তাগণ হযরত লূত (আঃ)-এর নিকট আসার সময় প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-

এর নিকট উপস্থিত হলেন, এবং বললেন, 'সালাম'। তিনিও বললেন, 'সালাম'। অতঃপর তিনি কোন বিলম্ব না করে একটি ভুনা বাছুর নিয়ে আসলেন। তিনি প্রেরিতগণকে প্রথমে সাধারণ পথিক বলে মনে করেছেন, কিন্তু যখন সামনে পরিবেশন করা ভাজা গো-বৎসের মাংস খেতে তাঁরা বিরত রইলেন, তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হন নি। তাঁদের আচরণ তাঁর নিকট অদ্ভুত ঠেকল এবং তাঁদের সম্বন্ধে তিনি অনেক ভীত হয়ে পড়লেন, হয়ত আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে উৎকণ্ঠা মুক্ত করবার জন্য তাঁরা বললেন ঃ আমরা মোটেই অসন্তুষ্ট হই নি, এবং যে কারণে আমরা খাদ্যে অংশ গ্রহণ করি নি তা হ'ল, আমরা লূতের জাতির নিকট যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি; তা এক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ যা আমাদের আহারে অরুচি এনে দিয়েছে। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন; এতে তিনিও ভীত হয়ে পড়লেন।

তখন দূতগণ তার সন্তানের জন্য তাকে বললেন। সারা বললেন, 'হায় আমার কপাল! আমি নাকি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামীও বৃদ্ধ; এ নিশ্চয় অতীব তাজ্জবের কথা!

দূতগণ বললেন, 'হে সারা তুমি কি আল্লাহ্‌র কথায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? এখনও তোমার কোন সন্তান হয় নি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর সদা বর্ষিত হচ্ছে; নিশ্চয় তিনি মহাপ্রশংসিত, মর্যাদাবান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সুসংবাদ শুনবার পর তার ভয় দূর হ'ল, এবং তিনি দূতগণের সাথে লূত (আঃ)-এর জাতি সম্বন্ধে বিতর্ক করতে লাগলেন। দুতগণ বললেন, 'আমরা এ জনপদের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করে দেব, কারণ এর অধিবাসীগণ অবশ্যই জালিম। তিনি বললেন, এ জনপদেতো লূতও আছে। দূতগণ বললেন, উহাতে যারা আছে তাদিগকে আমরা ভালরূপে জানি, আমরা অবশ্যই তাঁকে এবং তাঁর পরিজনবর্গকে উদ্ধার করব, কেবল তাঁর স্ত্রী ব্যতীত কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

কুরবানী ঃ সে পুত্র যখন অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর সাথে দৌড়িবার বয়সে উপনীত হলেন তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। সুতরাং তুমি চিন্তা কর তোমার কি অভিমত?

হযরত ইসমাঈল (আঃ) বললেন, হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ, তা-ই কর; ইনশাআল্লাহ্‌ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাবে। অতঃপর যখন তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তিনি তাকে জবাই করার জন্য কপালের উপর উপুড় করে শোয়ালেন, তখন আল্লাহ্‌তাআলা ডাক দিয়ে বললেন, "হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ। নিশ্চয় আমরা এ রূপেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। এবং আল্লাহ্‌ এক পশু কুরবানী দ্বারা তার ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প, ও প্রস্তুতি মানবেতিহাসে চির স্মরণীয় করার জন্য হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যের জন্য এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হ'তে পারে যে, তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারী তাঁকে আপন পিতৃপুরুষ মেনে গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হ'ল, ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম। এবং আল্লাহ্‌ তাঁর উপর বরকত নাযিল করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

কা'বার ভিত্তি স্থাপন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, পুন-র্নির্মাতা ছিলেন। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে সর্বানাশা প্লাবনে ইহা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের সময় ইহা পুনঃ নির্মাণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থানে ঘর উঠাবার পূর্বেও এখানে গৃহাকারের একটি কাঠামো মজুদ ছিল এবং ঘরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় কেবল চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) ঘরটিকে নূতন সংস্কার এবং উঁচু করে নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রভু! এ শহরটিকে তুমি শান্তিধাম কোর; এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার উপাসনা থেকে দূরে রেখো এবং আমাদের নিকট থেকে এ সেবা গ্রহণ কর'। আল্লাহ্‌ তাঁর এ দোয়া কবুল করলেন। কা'বা এবং উহার বদৌলতে সারা মক্কা শহরটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে, কোন বিরোধী শক্তিই ইহা জয় করতে সক্ষম হবে না। সর্বাদই এ ঘর মুক্ত থাকবে। পৃথিবীতে কা'বা শরীফ সর্বকালেই এক সম্মানজনক স্থান দখল করে থাকবে। ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত কত বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, কত বড় বড় শহর-বন্দর জনপদ ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু মক্কার শান্তি কখনও তেমন ব্যাহত হয় নি। অন্যান্য ধর্মের ধর্ম-কেন্দ্রগুলি এরূপ শান্তি ও নিরাপত্তার দাবী কখনও করে নি। এবং কার্যতঃ এরূপ শান্তি-নিরাপত্তা কখনও ভোগ করে নি। অথচ এ মক্কা আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত শান্তি-নিরাপত্তার মধ্যেই কাল কাটিয়েছে। বিদেশী কোনও বিজয়ী এ শহরে ঢুকে নি, ইহা সর্বদাই সে সব লোকের হাতেই রয়েছে, যারা একে শ্রদ্ধার সাথে ভালবেসেছে। এ কা'বা ঘরটি হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশের উপাসনা কেন্দ্র হয়ে রইল। কিন্তু বহুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, এ পবিত্র ঘর ক্রমে ক্রমে মূর্তি পূজার আখড়ায় পরিণত হয়ে গেল। মূর্তির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মহানবী (সঃ)-এর সময়ে তিনশ' ষাটটিতে পৌছে ছিল, যেন বৎসরের প্রতিটি দিনের জন্য এক একটি মূর্তির পূজা হ'তে পারে। যা হোক, রসূল করীম (সঃ)-এর বিশ্বনবীরূপে আগমনের পরে আবার একে বিশ্বের সকল জাতির উপসনালয়ে পরিণত করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময় কা'বা ঘরের উক্ত মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

(কুরআন মাজীদের বাংলা তফসীরের আলোকে)

সংকলন- মোঃ হেলাল উদ্দীন আহমদ

মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস ২০শে ফেব্রুয়ারী

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ মাওউদ দিবস। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এই দিন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এক মহান পুত্রের সুসংবাদ লাভ করেন। পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক সুসংবাদ পেয়ে 'মুসলেহ মাওউদ' হবার দাবী করেন ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী।

পাঠকবৃন্দ! এখন আমরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর জাহের (প্রকাশ) হওয়ার বিষয়ে যে বক্তৃতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪৪ সালে জলসা সালানা কাদিয়ানে শেষ দিন ২৯ শে ডিসেম্বর বিকাল ৩.৩০ মিঃ দেন তার আংশিক ভাবানুবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি পুরো ৪ ঘন্টা ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিতে থাকেন। এই বক্তৃতায় তিনি নিজেকে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হবার দলিল পেশ করেন। এই বিপ্লবাত্মক বক্তৃতার শেষ অংশে হুযূর জামাতকে তাদের নতুন দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত এরশাদ করেনঃ- আল্লাহ্তাআলার ফযল এবং রহম-এর সাথে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা দীর্ঘকাল হ'তে অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ্তাআলা সে সম্পর্কে আমাকে ইলহাম দ্বারা এলানের সাহায্যে (আমি যা বুঝেছি) বলেছেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং এখন ইসলামের দুষমনরা এর উপরে খোদাতাআলার হুজ্জত ও পরিপূর্ণতা লাভ করে, এবং তাদের উপরে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছে, "ইসলাম আল্লাহ্তাআলার ধর্ম' 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খোদাতাআলার সত্য রসূল, এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদাতাআলার সত্য প্রেরিত ব্যক্তি।" মিথ্যাবাদী তারা যারা বলে ইসলাম মিথ্যা, মিথ্যাবাদী তারা যারা বলে মুহাম্মদ (সঃ) মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্তাআলা এই আজিমুশ্শান ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দান করে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতার একটি জীবন্ত নিদর্শন লোকদের সামনে পেশ করেছেন।

আচ্ছা কোন্ ব্যক্তির এই শক্তি আছে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আজ হ'তে পরিপূর্ণ ৫৮ বছর পূর্বে নিজের তরফ হ'তে বানিয়ে এ কথা বলতে পারে যে, আজ হ'তে ৯ বছরের ভিতরে আমার ঘরে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে। সে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। সে দুনিয়ার কোণে কোণে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। সে ইসলাম এবং রসূল করীম (সঃ)-এর নামকে দুনিয়াতে সম্প্রসারিত করবে। তাকে যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। সে আল্লাহ্তাআলার জালাল (প্রতাপ)-এর বিকাশস্থল হবে। সে আল্লাহ্তাআলার কুদরত এবং তাঁর নৈকট্য ও রহমতের এক জীবিত নির্দশন হবে। এ ধরনের সুসংবাদ দুনিয়ার কোন মানুষ নিজের তরফ হ'তে (বানিয়ে) দিতে পারে না। এ খবর খোদা নিজেই দিয়েছেন এবং তিনিই এ পরিপূর্ণ করে দেখালেন, এমন ব্যক্তির দ্বারা যার সম্পর্কে ডাক্তাররা এ আশা প্রকাশ করতেছিল যে, সে বেশি দিন জীবিত থাকবে না। আমার স্বাস্থ্য শিশুকালে এত খারাপ ছিল যে, একবার ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে আমার সম্পর্কে বলেছিলেন, তার ক্ষয় রোগ হয়েছে, তাকে কোন পার্বত্য স্বাস্থ্য নিবাসে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি উদাসীন হয়ে গেলাম এবং অতি শীঘ্রই আমাকে ফেরত নিয়ে আসা হ'ল। মোট কথা হলো, এ রকম এক ব্যক্তি যার স্বাস্থ্য একদিনও ভাল থাকে না, সে মানুষটিকে আল্লাহ্তাআলা জীবিত রাখলেন এবং তাকে এ জন্যে জীবিত রাখলেন যেন তার মাধ্যমে স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিপূর্ণতা দান করেন, এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের সত্যতার প্রমাণ মানুষের সামনে পেশ করতে পারেন। তার পরে আমি সেই ব্যক্তি যার দ্বারা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন অংশই অর্জিত হয় নি, কিন্তু আল্লাহ্তাআলা স্বীয় ফযল দ্বারা ফিরিশ্তাদেরকে আমার তা'লীমের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাকে কুরআনের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন যা কোন মানুষের চিন্তা ভাবনাও কল্পনার ভিতরেও আসতে পারে না। সে জ্ঞান যা আমাকে খোদা জানিয়েছেন এবং সেই আধ্যাত্মিক বর্ণনা দ্বারা আমার অন্তরে প্রবাহিত করেছেন, তা কল্পনাপ্রসূত এবং আনুমানিক নয় বরং এটা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং নিশ্চিত যে, আমি সারা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করছি যে, ধরাপৃষ্ঠে কোন ব্যক্তি যদি এমন থাকে, যে দাবী করে সে আল্লাহ্তাআলার তরফ হ'তে আমাকে কুরআন শিখানো হয়েছে তা হলে আমি তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি জানি যে, আজ ধরাপৃষ্ঠে দ্বিতীয় এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাকে খোদাতাআলার তরফ হ'তে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করা হয়েছে। খোদা আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে কুরআন শিখানোর জন্য এই জামাতে শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ আমাকে এই উদ্দেশ্যে খাড়া করেছেন যে, আমি যেন মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআন করীমের নামকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌছে দিই, এবং ইসলামের মোকাবেলায় দুনিয়ার মিথ্যা ধর্মকে পরাজিত করে দেই। পৃথিবীর লোকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করুক তারা তাদের সমস্ত শক্তি এবং সংগঠন একত্র করে চেষ্টা করুক, খৃষ্টান রাজাগণ এবং তাদের রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণ একত্রিত করে চেষ্ট করুক, ইউরোপও চেষ্টা করে দেখুক এবং আমেরিকাও একত্রিত হয়ে দেখুক। দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় ধনী ব্যক্তি এবং বড় বড় শক্তিশালী

জাতি একত্র হয়ে দেখুক এবং তারা সবাই একত্রিত হয়ে আমাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করে দেখুক। তারপরেও আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, তারা আমার মোকাবেলায় অকৃতকার্য হবে। এবং খোদা আমার দোয়া ও প্রচেষ্টা আর আমার দাবীসমূহের সামনে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে এবং তাদের জালিয়াতি ধূলিসাৎ করে দিবেন, এবং খোদা আমার দ্বারা অথবা আমার শীষ্যদের দ্বারা এবং আমার অনুসরণকারীদের দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য রসূলে করীম (সঃ)-এর নামের কল্যাণে এবং তাঁর সদকায় ইসলামের ইজ্জতকে কায়েম করবেন, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে ছাড়বেন না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে ইসলাম আবার স্বীয় মর্যাদায় পুরো প্রতিষ্ঠা লাভ করার এবং যতক্ষণ পযর্ন্ত না মুহাম্মদ (সঃ)-কে আবার পৃথিবী তার জীবিত নবী বলে স্বীকার করে।

হে আমার বন্ধুগণ! আমি আমার জন্য কোন ইজ্জতের আকাংক্ষা করি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা এটা প্রকাশ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আরো আয়ু পাওয়ারও আশা করি না। তবে হ্যাঁ, খোদাতাআলার ফযলে আশা করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, রসূলে করীম (সঃ) এবং ইসলামের ইজ্জতকে কায়েম করার জন্য এবং ইসলামকে দ্বিতীয় বার নিজের পায়ে খাড়া করার জন্য এবং খৃষ্টান ধর্মকে পর্যুদস্ত করার জন্য আমার অতীতের কাজগুলি অথবা ভবিষ্যৎ এর কাজগুলি ইনশাআল্লাহ্ বহু অবদান রাখবে। এবং সেই সমস্ত পদ শয়তানের মাথাকে চূর্ণ করবে, এবং খৃষ্টান ধর্মকে খতম করবে। এ সমস্ত পদের মধ্যে আমার পদও অন্যতম হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আমি এই সত্যকে অতি পরিষ্কারভাবে সারা দুনিয়ার সামনে পেশ করছি যে, এই আওয়াজ আসমান জমীনের খোদার আওয়াজ এবং আসমান জমীনের খোদার ইচ্ছা। ইহা কখনই টলতে পারে না। ইসলাম পৃথিবীতে অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীতে অবশ্যই পরাভূত হবে। এখন আমার আক্রমণ হ'তে খৃষ্টান ধর্মকে কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না, কেউ রক্ষা করতে পারবে না, খোদা আমার হাতে পরাজয় দিবেন। এবং হয় আমার জীবদ্দশায় পরাভূত হবে এমনভাবে যে, আর মাথা উঠাতে পারবে না অথবা আমার রোপিত বীজ হ'তে এমন বৃক্ষ জন্ম লাভ করবে যার সামনে খৃষ্টান ধর্ম একটি শুকনো ঝাড়-জঙ্গলে পরিণত হবে। আর পৃথিবীর চারিদিকে ইসলাম ও আহ্মদীয়তের ঝাণ্ডা সর্বোচ্চ শিখরে পত্ পত্ করে উড়তে দেখা যাবে।

আমি এই সুযোগে আপনাদেরকে এ সুসংবাদ দিচ্ছি যে, খোদা আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করে দেখিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনাদেরকে এ সমস্ত দায়িত্ব সম্পর্কেও মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, যা আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে আপনারা ঐ সমস্ত লোক যারা এ লোক সত্যতার সাক্ষী তাই আপনাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করুন এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয় এবং কৃতকার্যতার জন্য আপনাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করার জন্য তৈরী হয়ে যান, নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দিত হ'তে পারেন যে, খোদাতাআলা এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আপনাদের সামনে পরিপূর্ণ করেছেন। বরং আমি বলি যে, আপনাদের অবশ্যই খুশী হওয়া উচিত কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে লিখেছেন যে, তোমরা খুশি হও এবং খুশিতে নাচ কেননা এর পরে আলো আসবে সুতরাং আমি তোমাদেরকে আনন্দিত হ'তে নিষেধ করি না এবং নাচতে ও লাফালাফি করতে নিষেধ করি না। অবশ্যই তোমরা আনন্দ উদযাপন কর এবং খুশীতে নর্তন কুর্দন কর। কিন্তু আমি বলছি, এই আনন্দে এবং নর্তন কুর্দনে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভুলে যেও না, যেভাবে আমাকে খোদাতাআলার রুইয়াতে দেখিয়েছেন যে, আমি দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে চলছি এবং পৃথিবী আমার পায়ের নীচে সংকুচিত হয়ে আসছে। এ ভাবেই খোদাতাআলা আমার সম্পর্কে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, আমি খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হব। সুতরাং এটা আমার একদিনের লিখায় আছে যে, আমি দ্রুত গতিতে এবং ক্ষিপ্রতার সাথে তরক্কীর (বিভিন্ন প্রকারের উন্নতি) ময়দানে চলতে থাকবো। কিন্তু সাথে সাথে আপনাদের উপরে এই নির্দেশ আরোপিত হয় যে, নিজেদের গতি দ্রুত বৃদ্ধি করুন এবং নিজেদের অলসতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজেদের মন্থর গতি পরিত্যাগ করুন। মোবারক সেই ব্যক্তি, যে আমার কদমের সাথে কদম মিলিয়ে চলে, এবং দ্রুততার সাথে বিভিন্ন প্রকারের উন্নতির ময়দানে দৌড়ে চলে। এবং ঐ ব্যক্তির উপরে দয়া করুক যে ব্যক্তি অলসতা পরিত্যাগ করে না এবং ঔদাসীন্যের কারণে নিজের গতিকে দ্রুত করে না এবং ময়দানে আগে না বেড়ে মুনাফিকদের মত পশ্চাদ্ধাবন করে এবং নিজের কদমকে পিছনে হটিয়ে নেয়, যদি তোমরা উন্নতি করতে চাও, যদি তোমরা দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক অনুধাবন কর, তা হলে আমার কদমের সাথে কদম মিলিয়ে চল, আমার কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আগে বাড়তে থাক। আস আমরা কুফরী হৃদয়ের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ঝাণ্ডা গেড়ে দেই। মিথ্যাকে চিরকালের জন্য ধরা পৃষ্ঠ হ'তে মুছে ফেলি আর ইনশাআল্লাহ এটাই হবে। জমীন আর আসমান টলতে পারে। কিন্তু খোদাতাআলার কথা কখনও টলতে পারে না (আল্ মাওউদ পত্রিকা, ১৯৪৪)।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। ২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা"

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

নারায়ণগঞ্জ জামাতে ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে ও পিতামাতাদের ২য় বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও পরীক্ষা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জে গত ১৯/০১/২০০২ইং তারিখ হ'তে ২৩/০১/২০০২ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৫দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে ও তাদের পিতামাতাদের তালীম তরবিয়তি ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা নেয়। উক্ত ক্লাসে ফতুল্লা হালকাও যোগদান করে এবং ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী ২০০২ইং ২দিন ব্যাপী ২য় বার্ষিক ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে ও তাদের পিতামাতাদের তালীম তরবিয়তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশ থাকে, ৫দিন ব্যাপী ক্লাসে শিক্ষকতা করেন দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম, মোয়াল্লেম এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী। উক্ত তা'লীম তরবিয়তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম হেলাল উদ্দিন আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব।

পরীক্ষক হিসেবে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম, মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ মোস্তাফা পাটওয়ারী, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, দরবেশ ওসমান আলী, জনাব আহমদ আলী, সেক্রেটারী তালীম, মঈনউদ্দিন আহমদ, যয়ীমে আলা ও এ, কে, খুরশিদ আহমদ। ১৩ জন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে, ১২ জন মাতা ও ১১ জন পিতা ও অন্যান্য সহযোগী মেহমানসহ মোট ৫০ জন উপস্থিত হন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন হয়। সন্তানদের তরবিয়ত বিষয়ক বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ মোস্তাফা পাটওয়ারী ও মোয়াল্লেম দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম। নসিহতমূলক ভাষণ দান করেন মোহতরম হেলালউদ্দিন আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। ২দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, উপস্থিত ওয়াকফে নও শিশু, অভিভাবক ও অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ পুরস্কার,সৌজন্যমূলক পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন সম্পন্ন হয়। সমাপনী অধিবেশনে ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে সর্বমোট ৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

- মোহাম্মদ মোস্তাফা পাটওয়ারী
সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

শীত বস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনা এবার শীত মৌসুমে ৩৭টি শীতবস্ত্র ক্রয় এবং ৩০টি শীত বস্ত্র সংগ্রহ করে সাতক্ষীরায় আহমদী ভাইদের মধ্যে বিতরণ করে।

-আহসান শরীফ চেমন
নায়েম খেদমতে খালক
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, খুলনা

শুভ বিবাহ

জনাব মোহাম্মদ হযরত আলী গাজী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফাহিমা খাতুন সাং- কুলতলী, ডাকঘর- হরিনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, এর সাথে জনাব মোঃ কাশেম গাজী এর পুত্র জনাব আব্দুল্লাহ্ গাজী (রিপন), সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা, এর বিয়ে টাকা ৮,৫০১/= (আট হাজার পাঁচশত এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৯/১১/০১ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন, মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৮৮/০২ তারিখ ১৮/০১/০২।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

মাহমুদুর রহমান (মীম) নং ১০৬১১ এ
পিতা ঃ ডাঃ মুখলেছুর রহমান
মাতা ঃ বেগম সাবিহা রহমান
দাদা ঃ মৌঃ আহমদ হোসেন
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দূর্গারামপুর

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 64 ❑ 15th Issue February 15, 2002 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

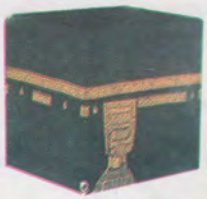

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ) সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com